

70

260

বদনবানু

—

গোষ্ঠীভাষা: নিবাসী

ঐক্য উন্নয়ন ত্রিবেদী কর্তৃক গঠ

যাচ্যে বিবলিত হইল

৩৫৭

অনুমতি প্রাপ্ত

কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮০ খ্রিঃ

সংস্করণ: ১৯৮০

সূচীপত্র ।

বিবরণ।	পৃষ্ঠা নং।
অথ নারায়ণ বন্দনা ।	১
“ গণেশ বন্দনা ।	২
“ মনোমতী বন্দনা ।	৩
“ হরিহর বন্দনা ।	৪
“ শ্রীশৈব তুমিলা ও আশ্ব পরিচয় ।	৫
“ মূলমন্ত্র ।	৬
“ শিব কর্তৃক মনোমতী কর্তৃক বন্দনা ।	৭
“ শিব কর্তৃক শিবের স্তুতি ।	৮
“ শিব কর্তৃক মনোমতী শাপগ্রস্ত ও মর্ত্যাপুরে বন্দনা ।	৯
“ মনোমতী বসুমতীর গর্তে জন্ম ও বর্জ্য বর্জন ।	১০
“ দাসী রানীর গর্তকথা রাখার নিমিত্তে রাহে ও মনোমতীর জন্ম ।	১১
“ মনোমতীর জাতকর্ম ।	১২
“ মনোমতীর তীর্থযাত্রা ।	১৩
“ ব্রহ্মসামিগ্ধের মনোমতীর ব্রহ্মলীলা প্রদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণের- তোক মনোমতীস্বর্গে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন ।	১৪
“ শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম ও মনোমতীর ।	১৫
“ শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম ও বালালীলা ।	১৬
“ কৃত্তিকার কলমবন হইতে কলমিনী প্রাপ্ত ও আশ্রয় ।	১৭
“ শ্রীমতীর আশ্রিত বৃত্তীর বার্ষিক ও রাশিকৃত্তিক নিয়ম ।	১৮
“ মনোমতীর কলমবন জন্ম ।	১৯
“ মাপুরী এক বৃক্ষ হিমেতে আনিয়া তীর্থযাত্রার প্রদর্শন ।	২০
“ মাপুরী কর্তৃক মাপুরীর রূপ বর্ণনা ।	২১
“ মাপুরীর রূপ প্রদর্শন মনোমতীর উত্তর ।	২২
“ মনোমতী কর্তৃক শিবের স্তুতি ।	২৩
“ মনোমতীর আশ্রিত শিবের স্তুতিবাহী ও মনোমতীর মনোমতীর গণন ।	২৪
“ মাপুরী কর্তৃক কালীর পূজা ও স্তুতি ।	২৫

নিমন্তে।

- অথ মাধুরীর প্রতি কামীর দৈববাণী। ০ ০ ০ ০ ১৭
- “মদন কর্তৃক সুরসেন নগর বর্ণন। ০ ০ ০ ০ ১৮
- “নগর ও উদ্যান বর্ণন। ০ ০ ০ ০ ১৮
- “মদন হান আশিক মরোবারে আগস্থিলে অষ্ট কুলাননা
ঐ রূপ নিরীকনে প্রতি প্রতি আক্ষেপ ও আশ্রয়
ভাগ্য নিম্ন ও বিপাককে ভবননা। ০ ০ ০ ০ ১৯
- “মদনের সহিত ভীমালৈকরীর সাক্ষাৎ ও তৎকালে স্থিতি। ২০
- “মাধুরী পুষ্পচয়নার্থে আসিয়া মদনের রূপদর্শন ও বেদ। ২১
- “দাসী বাজহলে ভৈরবীকে কহিয়া মাধুরীর নিকটে গমন। ২২
- “দাসী অধিক বেলায় পুষ্প আনিতে মাধুরী কোথায়
ভবননা করেন। ০ ০ ০ ০ ২৩
- “দাসী কর্তৃক বোগীর বর্ণন। ০ ০ ০ ০ ২৪
- “মাধুরীর খেদোক্তি ও বোগী দর্শনে পরামর্শহলে বাদী
সমুজ্ঞা পতন। ০ ০ ০ ০ ২৫
- “রাণীর আশ্রয় মাধুরী মরি সমভিত্যাহারে নিঃপুঞ্জ
গমন ও বোগী দর্শনে। ০ ০ ০ ০ ২৬
- “মাধুরীর বেদ। ০ ০ ০ ০ ২৭
- “মাধুরী কর্তৃক শিবের পুত্র ও মরোবার কর্তৃক
শিব হৃদয়ে মাধুরীর পতি আশ্রয় করি অষ্টক। ০ ০ ০ ০ ২৮
- “মাধুরী কর্তৃক শিব কর্তৃক। ০ ০ ০ ০ ২৯
- “শিব কর্তৃক কহিয়া দৈববাণীযোগে মাধুরীক মনু পানী
মাধুরী ভৈরবীর বাসে কিঞ্চিৎ শাস্ত্র উইয়া। ০ ০ ০ ০ ৩০
- মাধুরীর রূপ দর্শনে মধ্য প্রতি মদনের কথ।
“মদন কামদে পুষ্পার অকরীর আসিয়া উভয়কর্তৃক
এমত কালে উভয় মিলন আশয়ে ভৈরবী উপনীতা
কহিয়া কহিতেছেন। ০ ০ ০ ০ ৩১
- “মদনের নিকটে কহিতে ভৈরবী বিদায় কহিয়া মাধুরী
নিকটে গমন। ০ ০ ০ ০ ৩২
- “ভৈরবীকে দেখিয়া মাধুরী মকরশার জিজ্ঞাসা। ০ ০ ০ ০ ৩৩
- “মদন নির্ণয় করিয়া ভৈরবীর পদন ও মাধুরী জিজ্ঞাসাবে
কামীর পূজা করেন। ০ ০ ০ ০ ৩৪

অথ পূজান্তে কানিকার স্তুতি।	৩৩
“ মাধুরী পূজান্তে গৃহে আদিত্য দিনমণি মিত্রীকণ করেন।	ঐ
“ মাধুরী সমীদহ শিবপূজাফলে যোগির নিকট গমন ও মিলন।	৩৪
“ মাধুরীর প্রথ জিজ্ঞাসা ও যোগির প্রত্যুত্তর।	৩৫
“ মাধুরী কাতরা চইয়া যোগিরে কটিলে।	৩৭
“ মদন রমণে উদ্বেগী ও মন্দ্যতীর হুল।	৩৮
“ মদন মাধুরীর রতিকীড়া।	৩৯
“ মদন কর্তৃক শঙ্কর।	ঐ
“ মদন মাধুরী রমণান্তে কদার কোশলফলে দ্বিতীয় দ্বার রতিকীড়া।	৪০
“ মদন মাধুরীর দ্বিতীয় দ্বারের মিলন ও মদন-বিপ- দীত কটিলে বাহু।	৪২
“ মাধুরী বিপরীত বিহার বিহারজন্য প্রমাণ দেওয়া।	৪৩
“ মদন কর্তৃক প্রত্যুত্তর।	ঐ
“ দ্বিতীয় রতিকীড়া।	৪৪
“ কদার কোশলে মজ্জিগুরু ও উমাধুরীর মিলন হুসন।	৪৫
“ মজ্জিগুরুর বিবাহ দেওন জন্য মদন মাধুরীর হুলি।	৪৬
“ মাধুরী ও উমাধুরী কান্ত মিলনের উদ্বেগী।	৪৭
“ মজ্জিগুরু ও মজ্জিগুরুর মিলন।	৪৮
“ উমাধুরী মজ্জিগুরুর বরমালা প্রদান ও রতিকীড়া।	৪৯
“ মদন ফলে তীর্থ বাহিনী কদার মাধুরীর দ্বারপ্রাঙ্গণে।	৫০
“ মান নিবারণজন্য মাধুরীর প্রতি মন্থন ইক্ষি।	৫১
“ মানান্তে মাধুরীর গৃহে গমন ও মদনকে অন্তরে চাইবার যুক্তিকরণ।	৫২
“ মাধুরীর আদেশে দ্বিবার্ষিক মঙ্গল সমিতিতে যাওয়া।	৫৩
“ মদন মাধুরীর দিবসে মিলন ও বাকাইকোশল।	৫৪
“ মাধুরীর মিলিতে তীর্থাভৈরবীর বাসে গমন ও নগর- রক্ষক কর্তৃক উভয় দল হুত।	৫৫
“ মদন কর্তৃক মদনকে বৃত্ত ও মাধুরীর আবেশ।	৫৬

অথ যখন যোগিকে উকরীবন্ধার রাজসভায় নইরাবার ও

তৎকালমে মগরাজনার খেদ।	০	০	০	০	০
“ যোগিকে নইরা রাজসভায় উপনীত ও রাজসভা বর্জন।	০	০	০	০	০
“ সভাপণ্ডিত কর্তৃক চোরের পরিচয়।	০	০	০	০	০
“ তৎকর ভৃত্যাবস্য চতুর্থে ভূপ বিচার।	০	০	০	০	০
“ বোগী উক্তি মোক।	০	০	০	০	০
“ বসন্তোদয়ে মাধুরীর বিবাহ যজ্ঞবার আয়োজন।	০	০	০	০	০
“ মাধুরী কর্তৃক কালী প্রতি।	০	০	০	০	০
“ মাধুরীর প্রতি কালী সদয়া হইয়া কামেশ।	০	০	০	০	০
“ মদন কর্তৃক শিবের প্রতি।	০	০	০	০	০
“ মদন কর্তৃক প্রতি।	০	০	০	০	০
“ রাজা কারাগারে যোগির নিকটে বিনয়।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরী বিবাহ।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর বাসরে শয়ন।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর পুনর্বিবাহ দ্বারা।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর বাকচলে প্রতিজ্ঞা।	০	০	০	০	০
“ রাজার নিকটে মদনের পরিচয়।	০	০	০	০	০
“ মদনের স্বদেশে মদনকে ভূপতির অসুখতি প্রার্থনা ও	০	০	০	০	০
তৎকালে ভূপতির আয়োজন।	০	০	০	০	০
“ মাধুরীর নিকটে মদনের সিন্ধি প্রার্থনা।	০	০	০	০	০
“ এমদন ও উদ্যাদুরীর প্রাণাশ্রমে বিবাহ ও মদন মাধু-	০	০	০	০	০
রীর সহিত স্বদেশে গমন।	০	০	০	০	০
“ এমদন ও উদ্যাদুরী পুনর্বিবাহে বাকচল।	০	০	০	০	০
“ এমদনের প্রতিজ্ঞা ও স্বদেশে যাইবার পুনর।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর কাল্পশ্রমগরে গমন ও পুরবাসিনীর খেদ।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর ভবনে গমন।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরী কর্তৃক শিবের স্তব।	০	০	০	০	০
“ সেবকের স্তরে শিব পুসক করেন।	০	০	০	০	০
“ মদন মাধুরী জয়নার লোক করে।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর স্বর্গারোহণ।	০	০	০	০	০

মদনমাধুরী !

—***—

লালাসগণের মূল্য এই যে তাই মূল্যবান ।

সকলকাম ভবেৎ সিদ্ধং অশ্বে কেবলমাত্রেণ ।

গণেশ বন্দন ।

রাগিণী পরজ : তাল ঢেঁকি :

মদনমাধুরী প্রিয়তম : বিবাহমালায় বিবাহের এই
নাম ।

কামের কইয়ে উদয়, এর ছায়ে সমুদয়, উনাচরণ বিজ
কাম, কাম দুই অতিমায় ।

ত্রিপদী : ওহে প্রভু স্বর্গসেত, মর্ত্য জগৎ মর্ত্য দেহ, দেহ নৃশি
প্রিয়তম প্রণতি । মিলন ভূষণ জ্যোতিষ, হৃদয় মাতাও গতি, কোটি
ইন্দু চরণে উজ্জতি ॥ নিবেদন করি মুখে, ও নাম তাই বরি মুখে,
মুখকারী মুখে যেতে মর । অশ্রুপূর্ণা মিলিতা, বুদ্ধিমতা বিদ্যা-
দাতা, বীজের মাতা শুল্কিত জনক ॥ কবচক বিদ্য উর, মম কামজ
বিত, অশ্রুপূর্ণ করক করণ । অশ্রুপূর্ণা মিলিতা, তুমি হে দেবগণেশ,
আজ এর মানস পূরণ ॥ আমার বৈয়ক নতি, ও পদ অমায়ো নতি,
সুদূর ॥ প্রভি, কামরূপ । সম্পদ ইচ্ছক মতি, ঐহিক সম্পদ জদি,
উমাচরণে বিহারণ ॥

मद्रास डी वन्दन ।

রাগিণী বাহার । তাল রূপক ।

କି ବିରାଜେ ସରଜବାସିନୀ । ଜ୍ଞାନାନ୍ତରାତ୍ରୀ ଅଜ୍ଞାନ
 ତମେ ନାଶିନୀ ॥

গণেশ মা' আরম্ভ, তুমি গো বরদা, জয়দা জ্ঞানদা কৃপাবি।

इमं लोकां प्रविश्य कश्चित् सन्तानं जन्मन्त्यते, तदा तदा शिवाय

ପ୍ରସାର । ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାଚୀନ । ପ୍ରାଚୀନ ।

[illegible]

इति इति वन्दनः ।

ਜਾਗੀਰੀ ਆਗਿਓ : ਭਾਗ ਥਾਭਾ ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 अति कृपावान् ॥

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହର ଶକ୍ତି କରି, ସାଧକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ, ଉପାଦେୟ ଶକ୍ତି.

উদাহরণ পায় পাঠ ৭

স্বর্গচতুষ্পদে । সন্মুখ করি দণ্ড, নাহি কাল হরে, অশ্রুপূর্ণ
করিলে প্রবণে । ত্রিধা স্বর্গ আছে, যথেষ্টপ্রীতি বহু, আছে প্রশান্ত,
বিষণে ॥ অন্ধ রোমাঞ্চাত, নীল অঙ্গি পাত্র, ফেল এক সুমিত্র
কৃত নীলপদ, যে নিল সম্ভব, করেছে বিপর সে সময় ॥ কি আশ
যুক্তি, অন্ধ ব্যাস্তবৃষ্টি, হৃৎমতি, শোভে পীতাম্বর, অস্থির
আমালা গলে, ডাবরণে গলে, হরিহর । কাশু রেণু করে গজা

নি উল্লাসে, উল্লসিত কৈলাসে, হইবেক ভবন ॥ জিজ্ঞাসেন নক্ষীত
 সাহেন কি যশিরে, ঠাকুর ভোলানাথ । হরের অীচরণ, আকারক্ষণ
 প্রথম, করিব প্রনিপাত ॥ নক্ষী কন তাহারে, শিব শিবা বিহরে,
 সাহেনতো শিবিরে । হার্য তীর সেবক, আশ ভুল্য শাবক, কেব-
 লতো বাধি রে ॥ বাণ বাণে উল্লস, মা হইল নিবন্ধ, প্রবর্ত্ত ভব
 লিলে । বন্ধ দেহের বন্ধ, কারণে শিবালয়, প্রবেশিল মিনারো ॥
 কখনো আদিত্য, শ্লিহরণ দৃষ্ট, কারে তখন বন্ধ । জমিল কোনা-
 য়ে, বধিল বুঝি মনে, বহুতপ বিরপাক্ষ । হার্য ভব ক্রিহর, কবে
 ব্রহ্মকর, শঙ্কর ভবন । ভবে উল্লসনে, ঠাকুর আচরণ, মদনেন্দু
 নিবন্ধ ॥

অতঃপর কর্তব্য মাগর বসিয়া ও আভিযান

নক্ষাত্যায়ন । হরের অক্ষ কল্যাণ । কৃতকৃত্য সুবাসন, অক্ষ-
 য়ি নক্ষীপথে বক্ষনীয় পুরাণ, মিলনীয় করত, এ হর্যাক্ষা হনি
 পাশপ্রসে ॥ চিত্রশূর সজ্জিক, ভবমিব কিসরিক, সেবিত বকর
 জে । কি অশ্রুপ রূপ, নিকটী রূপ, কাটা মোরে পুঞ্জো ॥ মদন
 রক্ত পদচ্যুত, পদেতে কং দিত । করি অবৈধ, উচ্চ হইতে অমর,
 তপতিত ॥

কথা । ভাব হইয়া একাদেশ কৃতকৃত্য কার্যে নিবৃত্ত শব্দ অবলম্বী
 ইয়া অক্ষ ইষ্ট মন্ত্রি ১) রক্ষা কল্যাণ বধে আরত হইয়া দৃষ্টপাত করি-
 য়তকৃত্য ভবন ২) আশ হইয়া কবে মরখোনিজাত হইবে । উল্লসরণ
 হইত বক্ষন । তাহ কি একান্ত । অতঃ হইবে ভোগ উমাকান্তের
 নিপাত ॥

রাগিনী শিখু । ভাব আড়া ।

আকতোষ আশ, এ দলি কনীমে তোষ, হইবে মলোরা
 ভাব হর নিজ ধনে, এ অধম শিখু সে, শীঘ্রে দেহ-
 মল রূপ রূপ । অীপদ মল আরাধি, পদেই অধরুধি, হর
 আচরণের কোষ ॥

दश कर्तुः शिखः वृत्तिः ।

অবশ্য জনিতহস্য । সমস্তে গতিস্থঃ কুপাঃ কেশবর । অগ্নি
জমজ কুপাঃ কেশবর ॥ পদাঙ্ক মজে যে ভবাক নিখার । হও ন
জমজ জমজ কেশবর ॥ এ মোক্ষ যমজ জমজ মজম । ভজন
পূজন যাজন মজর ॥ খেভো ব্রাহ্মক শবাক বক্ষা । মজম মজম মজম
মজম মজম মজম ॥ গিরীশ গৌরীশ শবিক ভবাক । উমাচরণে
চরণে বক্ষা কর ।

শিব চক্ৰ নগের শোভাশয ৩ দ্বিতীয় শ্রী ৩৩৩ :

[illegible]

মহানন্দ মুখার্জীর গী. ৬ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব

পক্ষ। রাণী বলে ওসো দাসি কখনো কখনো দিনে দিনে
কেন মো' হয় উচ্চ ॥ স্বস্তি হইতে স্বস্তি হইতে ॥ কখন
কখন পড়িয়া হয়তো মিথু ॥ কি জানি কখনো মো' কি করেন
কানী ॥ কচাশ্র হলো গো কেন দেব কালি ॥ কচাশ্র হলো দাসি
দেখ কটিদেশ ॥ শাদা হুয়ো কি কেহুতে জন্মাইল দেব ॥ বদন্ত বদন্তে
মো' উঠিতেই নীর ॥ জোরাকো কেউ জাবিসনে কি হলো রাণীর ॥
দিবা নিশি দুইটি নরীর আর শির ॥ অধিক উদয় দেখে হলো কাল
শির ॥ কত আরও হইলে কাল গির ॥

বিশেষ কারণ ॥ চলিতে বিরক্ত ধরে নাহি গানবন । বেতে কটি
 মেরে মৌর কিবল অশ্বন ॥ বড় দক্ষ করে মালী দক্ষ হস্তিকাতে
 মেরে মালী নর এ আশিহে বাক্যে ॥ মালমে মেরে অশ্ব করে মাটি
 মেরে মালী মাটিতে করে বুদ্ধি মাটি ॥ উদ্যোগ কর ওল দুখ
 মালী ॥ মালীর অশ্বন বটে হইলে মালী ॥

দানী রাশি গ উচ্চা রাজার বিকটে জায়া

● 附 錄 一 ●

[illegible]

1944年12月1日

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

नि आत्मनः कर्मणा कर्मणा कर्मणा कर्मणा । कर्मणा कर्मणा
नि कर्मणा कर्मणा कर्मणा कर्मणा कर्मणा ।

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer. The concentration of chlorophyll was expressed in $\mu\text{g mL}^{-1}$.

संस्कृत-शब्द-कोशः

Table 1. *Continued*

রাধিকা নন্দনে । নন্দনের নন্দিনী আনন্দে আনন্দিত যনে ॥ মৈতবীর
 ছিল দুতা গুনি আনি কংস । আজ্ঞা দেন কর বীজ শীঘ্রোপরি
 ১২৯ ॥ সংহারিণীর সংহার এত জানি বুঝি । কি বধিবি তোর বধ
 করি ব্রজে বুঝি ॥ কেহোই হাবটে গটে পড়ব জাননা । মন্দন হইল
 আসে নৃত্যকরে বন্দ ॥ বরাণ গোবিন্দবাসী কথিয়া প্রবল । জরা বুঝি
 দানক সাহ নন্দনবদন ॥ কন্দীক, বৃত্তিকাগীরেতে উচিতারী । বসে
 বিদ্যে প্রবল কংসো দেবীও যো পারি সিংহাসন করি ॥ দেখাম
 সত্যজান । নিরবি নীরসকায় নীরসবরণে ॥ কংসো যে কংসের কাল
 হাকতে দেখনা । কালোত্তে দে করে আনন্দ কি কাহা বননা ॥
 ১৩০ ॥ বশোমতি অমল্যমতি রে ভল কংসকল-পুত্রকি কংস হইল মোর
 গোসকল ॥ আশিরা মনানন্দেত নাহি গেলে মন ॥ মন সিংহাসন
 পারি করয়ে উৎসব ॥ দণ্ডকার চালি মবে কংসের প্রদান । তে গায়
 কংসের মোর লজসংগাম ॥ আনন্দ প্রবল ব্রজে নি উপদান দিব ।
 সত্যবত আছে আনি দুতা করে দেব ॥ বিরজি বাসবদিত শমন
 বনে । আসি মুর মরে নাচে নন্দন বনে । মন্দন নন্দন উদা-
 য়ে করে । একাত মনেন দেব উপরে প্রবে ॥

জিকার জিকার ও বাসীসীনা ॥

রাধিকা গৌরী আনন্দময় ॥

আনন্দ অমল্যমতি কংসের সাহিত্য মন্দ । এত নয় মন্দাত
 মন মদা সাহে ব্রজানন্দ ॥

ছিল নন্দনের পুত্রাপুত্র উৎসাহেত পুত্র কংস । ইদা কং
 রাধিকা ১৩১ ॥

মীতবীর পায়রি ১৩২ ॥ কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৩ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৪ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৫ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৬ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৭ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৮ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৩৯ ॥ মনে ব্রজানন্দ
 কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের পুত্র কংসের ১৪০ ॥ মনে ব্রজানন্দ

[illegible]

১৯। নতি করে দুইতী রাখার ক্রীপদারবিন্দে ॥ কেন ক্ষতগতি গতি
 ॥ নিবাসে নীর। আইছ্যাম বাজা কিবা আছা নন্দীর ॥ রাই বলে দুই
 ॥ আম বাজ্যাম বাঁশরী। অক্ষ গণ্য নয় কিবল বলিছে বিখ্যারী ॥ বুঝে
 ২০। লে কাঁঠরা শুনিয়া বংশীধ্বনি। প্রান্তে কেন হৃদ পড়া শুন ওগো ধনি
 ২১। তে উমাচরণ বুঝে কর হে উপায়। প্রেমের দটমা দট দূতীর
 পায় ॥

श्री गुरुभ्यो नमः । श्री गुरुभ्यो नमः । श्री गुरुभ्यो नमः ।

নাগিনী বেহাগ । তল আড়া ।

କାହାଣୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ସମଗ୍ର ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ ଇତିହାସ ।

কবিজ্ঞা গোষ্ঠীকরন, যোগদান বায় করে সাধন, সে সম
গোষ্ঠীকরন-রূপে যোগ দিতে পারবে।

যত্নসহকারে প্রাপ্ত হইল। ১৯২৩-২৪ সালের ১১শে ডিসেম্বর
কলিকাতা হইতে প্রাপ্ত হইল।

উপরেও হুন্দ। রাধার লইয়া দুই গেলেন বিজয়ন। কি-
র কুশোরী মিলন হইল দুজনে ॥ কহেন রাধিকা তখন শ্রীহরির
ত। আশীষ্যতি জন্ম জ্ঞান মিলান আশীষতি ॥ যার লাগি কুল
মিলান যে জনে। তোমার কঠিন মহেন্তে জন্মে আশে ॥ অদ-
ধরি আমি রাধাকৃষ্ণ বেশ। এক দিন বনেতে করিলাম যে গবে
হরি কন যম জন্ম হয়েছ রাধাল। কুল প্যারী পাঞ্জা করি কলাম
টাল ॥ রাধা কন মলী লাগি বাজিল যশোদা। সে বন্ধনে তন পাঞ্চে
খি কে মুক্তিদা ॥ হরি কন প্যারি তব মুচাই মনের কাণি। মনে
আয়ান ভয়ে যে মিলন হই কাশী ॥ রাই বলে কল কল হইনাম
ক। কল কন সে কল কল ডঙ্কন গোকুলে ॥ হিঙ্গ্রঘটে নীর আমি
ক দিনশ্যতি। বৈরা কল মল তোমায় করিলাম মতী ॥ দেখা
শ বিকে রাই কুলতরগিতে। হরি কন হই নারিক তল তরগিতে
রী বদন। হরি হরি হরি বলে রসন। হরি মনীর বলে মিলে কে
ন ॥ আশার রাধার তুমি কানারে কানার। কল কন সেই ঘোরে

সীমেন ধরি পারি ॥ নাম দেখি ভক্তি নাম হই বিমেলিনী । করে যান
 রক্ত হলেম কৃষ্ণ বিমেলিনী ॥ ও ব্রহ্মসুখি নরসুখী হলাম । পরে
 যাক অকালে মাম নিবিলাম ॥ দেখে ভাবে বুকে হুতী হইয়া উ-
 দিয়া গী । মানসায় ভাব গায় নাজাইল যোগী ॥ যোগীবিশে কুন্তলা
 নাম ভিক্স চাই । বসনা কত ছায়ায় মান ঘুচাই ॥ পয়সী কন
 নন বহেনা ইমানী । হরি বলেন আমি তবে হই প্রেমসামী ॥ বুকে
 মাকুলে কিবা প্রেমোদয় । অজানো প্রভাব কিবল অপ্রিয়জন ॥
 তাহে পারি নয়ে টাড়াও গ্রিহরি । মোর উমাচরণ তবে কে
 ছিহরি ।

রাগিনী ভেদবী । তুলে হেলা ।

স্বামের বাহু কিশোরী কি শোভা পার । জলবেদন
 কত চক্ষুলালসলা নয়না
 স্বাম অকালে হেমোত্তীর্ণী, রাই রক্ত ভক্তিকী, দুখল পার
 ওরশি, উমাচরণ জবে পারি ॥

ব্রহ্মলীলা সমাপ্তি ।

মহাভারত কাশীতে সমাপ্ত ।

পর্যায় । ব্রহ্মবানিসুখ কৃষ্ণজালার শব্দ । কদম্ব জামলে বান অ-
 নকানন ॥ মনিকর্ণিকা নাম কঠিনা ওলপ । নিমগ্নী করে বিনেদ-
 সর্পণ ॥ অরুণার সুখা আর মস্তীক ভোজন । বড় মুনি কাশীর
 হল দুইজন ॥ মস্তীক মুখেতে মুনি কাশীর মস্তীক । কপৌতে হই-
 হুতা শবের শিবদ ॥ আশায়ে জীয়েব কঁদু, মনিন প্রবণ । তার
 নামে তারেন গোপী । কীর্তন ॥ অরুণায়ে অরুণায়ে ভোজন স-
 লিতুলোক জ্ঞান মনিকর্ণিকা ওলপে ॥ চণ্ডিশুভন চণ্ডেশ্বরে
 দ্বিধি । সমগ্র চরনে হয় পদভিত্তি বৃদ্ধি ॥ মহাভারত চরনে কল
 কল ॥ কলো জাবিয়ে উমা কান্তের চরণ ॥

বিজ্ঞ কৰ্ত্তক মাধুরীর রূপ বর্ণন।

দৃষ্টিবদন ! রাজবালা মাধুরী, ধরেছেন কি মাধুরী। সে বদন
কিনারা দিতে কি হে মাধুরী ॥ এ আননে বর্ণিব কি সে বর্ণ বদন
বর্ণিতে চিত্তকৃত হন চতুরানন ॥ দেখিয়া বে বোণীবুত্ত তাহার তু
বিরসেতে বাসরণ গেল রূগাভন ॥ গিন্ধুর রহিত শোভে চন্দ্র
বিন্দু। কমনারবিন্দে শোভে বেন পূর্ণইন্দু ॥ কি কহিব যেমন
ক সুচাপ। বনতাপন মকসিজ ছাড়ে পুষ্পচাপ ॥ নরন তরঙ্গ
বুকিয়া কুরঙ্গ। দূতবনে দ্বিত হৈল মনুজ্ঞেত কুরঙ্গ ॥ হৃদয়
খোর সরস না শিখে। কৈবনে বর্ণিব আমি তাহার নাসিকে ॥
কুনলা মেওরা দ্বিজচকু গঞ্জে। মায়া দেখি পক্ষচকু ঢাকিলেক প
কর দেখি গুহিনীতে। বেল বনাতরা করেছে কুনলা মেও মন
চি ওপ ধরেছে ঘনী ওঠ ও অমরে। শশধর হৈতে কাঙ্ক্ষি নিল সুপা
অন্যচক্রে পক্ষচক্রে করুনা যে লক্ষ্য। কলঙ্ক শশাঙ্ক গেল খেত
বিলক্ষ ॥ মাধুরীর রূপন যে করে মনুষ্য। অকুনলা ঘটে মন
আকর্ষণ ॥ সে রূপ শুনি কিংম গনি পরিত্তিত। ভরে কাক বা
করে পক্ষজিত ॥ বক বুড়ে বকোজ্ঞ অন্ডোজ বর উঠে। মন
ভপনে কি জানি কনে কুটে ॥ রাজবামার মুচিকণ দেখিতে
করি অরি পলায় এণাম করি কোটি ॥ কমনী কৰ্ত্তক বক পড়িয়া
পদে। বাহন হইয়া কটি চাক। দেহীপদে ॥ নাতির গভীর
বাক তোমাবলি। আকা হেরি হই পায়ে উদয় জিবলি ॥ পদগ
দেখি প্রতি বক করী বস। তাহার কৰ্ত্তক পদে পরিল শৃঙ্খল ॥ উমা
বসে কহন আই সুবর্ণ। হতলুক কহা বক সমাই সুবর্ণ ॥

মাধুরীর রূপ অবশ্যে মদন উদ্বৃত্ত।

দারিণী ব্রাহ্মজ। কাল বেক।

এ দেহ মহিল কেন সে রূপ প্রবলে। হইল সানন্দ হীড়নে
জীবনে ॥ কে ঘের কাপাতে জানি। খাঁক বিকস জ্বা
শি। মাধুনাসের শিরাসি, ধরেছে বহনে ॥
কমনা করি করে, দক করে পরসরে। কাকি কহে

উল্লেখের, তাই তাই মনে। তবে কিছু কিছু কারণে
 বন কি তাই মনে, তাই মনে, তাই মনে, তাই মনে
 মনে ॥

জিগ্মসী। শুনি রূপ নহে দেহ, অস্তায় কার স্মরণ, সন্দেহ জীর্ণ
 দারুণে। বিজ্ঞ কহি কিবা যোগ, যতাইন এ চরণ, তত যোগ এ
 অকারণে ॥ মন্য হে বন উপায়, কিসে এত রূপ পায়, নাহে পায়
 নারীশূন্য। যেমন জ্ঞানে কায়, তাহা বা কহিব কায়, দেহ লুপায়
 কাশ্যবন ॥ শুনি আছে শাস্ত্রবত্ত, শিবের শক্তি মনস, কিসে মনস
 সে কাম্যতে। বিজ্ঞানিক কাশ্যবত্ত, কি সাহসে পকাশন, লয়ে শর
 আইন পুষ্টিতে ॥ হেথা মন্য হিত, শব্দ, বারশনীত ছাড়া ছু, তবে
 আশঙ্ক কেহ আইন। এ বে বড় মনসাপ, শিবের শক্তি এতাপ,
 কি তাপ তপ কহা আইন ॥ কাম্যারি যে সত্যজ্ঞ, তাহে কহে কাম
 জয়, একি চরিত্র কণা শুনি। মৌলকণের শ্রীতা, কামের কামে
 হৃদয়তা, বিনতা সূত শিবের কবি ॥ জিজ্ঞাসু হই, কুসুমেন্দু ধামে
 কটে, হৃদয়েতে হৃদ-কি উত্তীর্ণ। বন জেনি মন্য শুনি, মনসার শিরো-
 বনি, মনসারে পাব কিসে তূর্ণ ॥ কহিছে হস্তি তপস, তরি অতি মনি-
 ময়, ভাল নয় এক বে অধৈর্য। যদি লভ্য নারী বহে, ছেতন! সাধন
 বহে, পূজ বহে বেই জন পূজা ॥ বড় বলিহ কামর্ষ, হর কাছে কোন
 মর্প, মর্পহারী তিমি বাজ্জয়। পূজ তবে তক্তি নহ, বাইরে জনক
 নহ, কিসিৎ বহ মূর্ত্তনয় ॥ কত হয়ে উপদেশ, মেল দেবতার দেশ
 প্রবেশ হয়ে হরানয়। ছেতন! শব্দ শরণ, করনা পূজা করণ, উদা-
 রণ বিজ্ঞ কর ॥

মনস-কর্কস শিবের বন।

মানসী-করনী জ্ঞান আতা।

হের হর হর কহ শিবের কহি মনে। মনের বাসনা
 পূজাও মন্যই ওয়া কুসুমায় ॥

কাম শব্দে পূজারী, কুনি শব্দে আরি, উদার-
 নেত্রে হেরি, বন জ্ঞান মনসার ॥

2000

গম ৩ : ১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

সমন্বিত বাহিত ভাষা: ত্রিভাষিক সমন্বিত ৬ ২০

উচ্চ ত্রিপদী ॥ করি শিবলিঙ্গ পূজণ, যখন তখন ॥ দেখা, বা-
সার কারণে ইতস্তত ॥ উদাসিনে যোগদেহ, কার পূজা ১০ ৥
কেনা নাসাখিয়া করে স্থিত ॥ সেনরাজে দৈবঘটন, কণো হোস ঘন
যোটন, সেই স্থানে ভৈরবী আগত ॥ শিবপূজার কহিতে মাত, ধবি-
য়াছে ভৈরবী মাজ, করেতে দুস্তরীখান গাঁথান ॥ দেখন নিরোগনে,
শোভা পাৱ কহা কহানে, বহিষ্ঠান সাতিক মন ॥ হস্তকে রেখি মড়া
মড়া, করিতে কি ঘটায় ঘটা, ঘোর ঘটা কহের ভবন ॥ রক্তচন্দন

কোঁটা ছটা, মলাটে বালাকি ছটা, রিপু ছটোর অর কারিণী। অরণাকি
 শূরভারা, বদনে কালী শিব ভারী, হয়েছে ত্রিশূলধারিণী ॥ কখন করে
 লিঙ্গারব, বদন মুখে বা তৈরব, উল্লসিতা বাহনমন্দিরে। মেখেন
 বৈশে মুখযোতি, যোগের প্রতি মনো-ধারী, বশীভূত কল্প যোগে-
 ধরে ॥ শর কি যোগী তেজসী, জনিয়া দিনকর রশ্মি, আশা সিং-
 রশ্মির প্রভাব। অর হয়ে তৈরবী জীবা, কার্যে কাম কাম সীম,
 পূর্বস্থিতি ভাবের অরার ॥ ভাব কি হলো কি হলান, বাণ পদে
 প্রদান, প্রদান, দাতা দেবা স্বাধীন ॥ জারপ্রদান না চিত্ত বাসি,
 আশা প্রদান যোগে, মোরে করে স্বরূপ বচন ॥ পাশা যদি জাহি
 আশে এ দানার আশায়, দান দার করন গমন ॥ জনি সন্তি যোগিনী,
 হলো দুখি নাপদ বর, নীত বচাতি নীর বরিষণ ॥ তৈরবীর বদন
 জলিলে, প্রদান বিহর, তার আশা পূরণে সুসম। তুমি অতি ভী-
 লী ॥ ভাব প্রদান-রোজকিন, জলিলে কাত্ত ময়ার অরার ॥ ভবি-
 তৈরবীর দাতা, দান্য শাস্ত্রযোগ এসছে, উল্লসিত তৈরবী তবদে-
 খারি দিতে কুমুদোদ্যান, কল্প লন গোপন স্থান, কল্পকেনি
 কল্পবনে ॥ দান্য পোত ব-বাহন, পূর্ব জাহার অ-বাহ, স্বরূপ
 পূর্ণান মনোবাহন, পূর্ণস্থিতি করে, তৈরবী মনন করে, সেনি-
 জাহারি, পূর্ণস্থিতি করে, কি হে অনি পূর্ণ, অমানস হইবে পূর্ণ
 তৈরবীর অরার ॥ ভবি, বর দান্যদাতা উল্লসিত মনোভ-
 রচিলেন কব-দাহুরী ॥

মাদুরীর দান্য পূর্ণস্থিতি করে, অরার ॥
 ১১

দান্যদাতা দেহাগ। ভাব জাহা।

ককি হেইকি দেহাগ, কি হেইকি হুইকি হুইকি বিহর।
 মিলিত হইকি দেহাগ, কল্প লন আশোচন, উল্ল-
 চরণ বদন দেহাগ কনিমের স্বরূপ ॥

চতুর্থোদয় ছন্দ। মাদুরীর দান্য, তরুণ বরনী, পূর্ণস্থিতি
 জাহি, কুল পূর্ণস্থিতি। দান্য কনিম, ভীম দান্য কনিম, ন

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

Printed by

[illegible]

সদা ধর, কলঙ্ক বদনে ॥ কণ্ঠকণ্ঠ, শীতিকাণ্ঠ, কিনিয়া মুখের পিঠ
কামপাটা, লজ্জিত উল্লস ॥ বাহু রাহু, যুগ্মহু, জাহ্নবী
সে গমন, দেখি সন্মত, হৃদ গো অধীরে ॥ কানি সন্মত, দেখে পর, কানি
কিনয় ॥ মনে মনে, শিলাচরণ, নজ্জ কানি মনে ॥ এর নজ্জ, আ
আছে অরিভাব ॥ কণ্ঠ নম, লজ্জাবন, কানি হুহ বাহু ॥ কানি
লগ, অগাধ আশ্রয় ॥ মনে মনে, কানি কানি, কানি কানি
পণ, নিরুপণ, সে পণ বিষম ॥ মনি মনে, কানি কানি, কানি
কানি মনী, মনে মনী, কি হলো এর মনি ॥ কানি মনে, কানি মনে, মনে
উল্লাসী ॥ কৃত পণ, শেষ পণ, হুহ গো মনি ॥ কানি মনী, পণ মনি
কানি মনী ॥ হুহ গো, কেন মনে, মনি মনি ॥ কানি মনে
দেখে কয়, ক্রীউমাচরণ ॥

अनुष्ठापनम् ।

ব্রাহ্মণী নিষিদ্ধ । তাল . ইন্দা :

কি হলো গো রান আজ বুঝি মনে পড়ায়
 যে সময়, হলামি বিমন, ক'কেমন ক'র পাড়ায়
 শরৎ যদি কল্পে সময়, তালিতো শরৎ আগমন,
 উদ্বীচরণ বলে মন, বাঁধ লো তোমার কহিলাম ॥

পয়ার। মাধুরী কয় সহস্রটি স্তব স্তব লো। কি হইল না, যিহী
 প্রাণনাশ লো॥ মন করে আঁদার কেমন কেমন লো। মনোহর। হই
 হই পাণ্ডলী কেমন লো॥ কে চুকিল এয়ে। মন লো। পরেতে বি
 দীর্ণ করে আঁদার তই লো॥ চল যদি গিরে মোখ সে। গিরার বে
 চিত্তে পতিবে আর নদে নদে বয়েরে ॥ নদী সমত বাস করিত
 ঘরে। সে যদি বাহিরে কি কাজ মিছে ঘরে। ঘেরিতে পাই
 কবি আত্ম মোর মোর। এ চাতকী করে বলে অন্ধদেরে দে
 অদর্শন করাননে আশ বিদরেনে। ঘেরিতে জাহারে আঁবি না
 আদরেনে ॥ নদী উদ্ভাসী সে মাধুরীতে বয়েবে। বৈক্য ধর চকোরি
 দারে ললনরেনে ॥ দিক দিক উপার উপার রে বয়েবে। উপা

উদ্ভাসমাধুরী

উদ্ভাসমাধুরী কহে বিব হরহরে ॥ উদ্ভাস বলি শুন রাজবালা ধনিরে ।
 উদ্ভাস হইবে বাও বলনে জননীরে ॥ গত নিশিযোগে স্বপ্নে পূজিছি
 শিবেরে । আত্মা কর মাতি যাই শিবের শিবিরে ॥ মথুরী বচন
 উনি মাধুরী চলেরে । স্বপ্নহুলায় গিয়া জননীরে ছলেরে ॥ গত নি-
 শিতে হরে পূজি নিশিযোগে গো । সেই অহরি কহিতে ঐ কথা
 লাগে গো ॥ উদ্ভাসরণ কর অভিজ্ঞান চান গো । চোরা দেখুর ভণ
 বোধ কেবা বুচায় গো ॥

মুখের মাণিক্য জাজ্ঞার মাধুরী ও মথী সমভিব্যাহারে
 শিবপূজায় গমন ও বোলা মর্শনে
 সঙ্কলন ॥

অন্তরুখা পয়ার । চলগো চলগো মথি-পূজি গিয়া করে । পূজা
 পূজি পূজি মাদি মাদি হুগুগু করে ॥ শুনি মাদী হেমপাত্রের পূজা প্রব-
 লয় । অশ্রু-স্রব-ভুগুগু চলে শিবালয় ॥ উদ্ভাসমাধুরী প্রিয়মথী ভারে
 করি মজে । উলিলা মাধুরী মুখে বোণির এসকে ॥ যায় আর মূপ-
 বালা চারিদিকে চায় । কতকণে দেখা পান প্রাণ যারে চায় ॥ গজা-
 বিকটি ধারিণী চলে যেন গজ ॥ হেরি লয়ে যায় মানবান্ধির অন্ধজ
 শিবের পদধিরে মজে উদ্ভাসীতা প্রসঙ্গ । পূজায় উদ্ভাসা যোগী চ-
 লান প্রসঙ্গ ॥ শ্রীম কহিবারে যোগী হার কহাবারে । হেরে উদ্ভা-
 সপুং লাগি রণ কহবারে ॥ হেরিয়ে মদন রূপ মাধুরী অধীরা । দি চল
 উদ্ভাস বলে ধরি বসে ধরা ॥ ও শশী এ ধামসকলে কি পাড়ে ধরা
 জন হল কিন্তু গুরে ধরা ধরা ধরা ॥ দেখেছি অনেক রূপ দেখিনি
 মাতি । দেখি কেন বহু মরি জাঁবি পথে মারা ॥ যে অন্তরের নি-
 সে বহিন বহিরে । অজ্ঞের বহু লিখে আমি অজ্ঞ অহিরে ॥
 অজ্ঞান হই মধা কাকারে কহি রে । কহিতে হইলে চরণ দিল্লী
 হিরে ॥ বনিতের ধনী অহনি মুখিতা । দেখে উদ্ভাসমাধুরী বলে কি কাজ
 মুখিতা ॥ শীত মাধুরীকে বুলে মুখে দেয় মৌর । এত কি অধীরা ভা-
 নের মৌর ॥ তবে শিখা মধুরাজা বলা কুলবান । সে বলা উদ্ভা-
 সপুং কহিতে মধুরাজ ॥ রাজহুগু মথী বলে কেন কহি উদ্ভাস ॥ মদন

~~SECRET~~

निम्न गणितोक्त गणना यथा कृतम् । प्रविष्ट गण यत्नं यत्नं लिख ।

করায় সুখে সংহর ত্রিপুর । শৈলরোপ্য জিনি সৌন্দর্য বপুর ॥
কর হুমিত স্বামী যোড়শির । তব সূত শরজয়া খড়শির ॥ স্বজটায়
সাজি করিছে শরীর । শত্ৰু স্বভানোদয় সার্কি শশির ॥ শৈলসূতার
সাজী সুরধুনী । শিবশিরে সাধুকুলা কলধনি ॥ সংসারে সদানন্দ
সীধনি । অশানে স্বদান যোম যোম ধনি ॥

শিব স্থানে সাধুর পতি আৰ্হনায় স্থতি অষ্টক ।

পতিং মেহি পতিং মেহি পতিং পাশোপতে । হে যোগেশ্বর তুমি
তুমি চন্দ্র প্রজাপতে ॥ কর লয় সযাক্ষয় হর ভয় দেহ গতি । তে
জ্যেষ্ঠে ঐ দুর্বারে যেন বটে পদে মতি ॥ তুমি দেব দেব দেব অণ-
ক গুণপতি । অশানিগেহী অশে অহি নহ গৃহী হও যোতি ॥ প্রেতা-
ক বিক্রপাক কর হুঃখ বিনশতি । এ অদীশা জীমা হীনা কৃপা বিনা
কিঙ্করি ॥ কাহামলে কায়া জলে পদতলে করি নতি ॥ ত্রিপুরারি
পুয়াসি হও তুমি আত্ম খ্যাতি ॥ তব দাসী মনোদাসী করে আসি
কপতি । সুবিদানে দয়া দানে পতিদানে রাখ সতী ॥ করি পণ
করণ শেষ পণ প্রায় স্থিতি । মাহি পুঙ্কে পদাঙ্ক পদে মজে এ
পতি ॥ রাখ কুস সাধুকুল হয়ে কুলাকুলপতি । চাক্র উমানরণ শিব-
সংগে শরণহরি ॥

সাধুতীর শিব চতুষ্কক স্থতি ।

সংকৃত ক্ষন্দ । দেব দেব মহাদেব অশানানন্দ বাসিন । কণিভুগ
কপ প্রসীদ কৃপার প্রভো ॥ ১ ॥ কাউ চ পতিদানের কিঙ্করী পরি-
স্বিভা । নমস্ততাং বিক্রপাক প্রসীদ কৃপার প্রভো ॥ ২ ॥ কান-
ক কৃতং পাপ কৃপা দৃষ্টি হর হর । ভজন পূজনং নাতি প্রসীদ
পয় প্রভো ॥ ৩ ॥ ধম ধাম্য ন বিচ্ছন্তি তং পদে চ ভক্তং হৃতি ।
মার্চনগীতং কিত প্রসীদ কৃপার প্রভো ॥ ৪ ॥

শিব ভুক্ত হইয়া দৈববাণী যোগে সাধুভোকে বর প্রদান ।

ভক্তলি ক্ষন্দ । সাধুভোকে দৈববাণী যেন ভবানীকান্ত । পাবে
তুমি তৃতীয় দিনাক্ষে একান্ত ॥ এসেছে ভোগ্য বর প্রভো
ভোগ্য । যোগীপরে পাবে পতি দিলান আসি বর ॥ দৈববাণী

প্রাণ ধনী হয়ে মনে সুখী। তৈরী আলিয়ে চলে পল্লবের
 সখী ॥ ভীষ্মের কাছে আমি কর রূপসী কাজী। কৈ কোমরে সর
 শরে ভরাও মোরে দুরা ॥ যে বোম্বী ভোম্বী আসল মুখে নয় বাস।
 হেরে যে কারে মনোহরে হণো ডালোবাসা ॥ কামযোগ সাধনযোগ
 যোগাযোগ হয় কৈ। সাধিকা উত্তরসাধিকা কৈ কৈ নাভি। কি
 ছিলান কি চলান গেলান যায় আশী। রূপভরে অলসদারী তৈরী
 যোগিনী ॥ জীবন লোচন মন ভূমে হেরে বসে। পদে চিহ্নে ক-
 রেছি তায় আমিছে বরণ ॥ গান্ধুবল হুয়ে লীমে অলসের বাঁচাও
 অলোপে মন মানের বাতনা মুচাও ॥ তৈরী বোম্বী। যাম বসে
 মিলে কালি। কল্লে বল রাজ্যবাল। প্রেমের ঘটনা লি। উদ্যাপ
 বলে ভীষ্ম সাধু নির্ভিকার। পর দুরাশে রূপ কৈ চল। উদ্যাপ
 সাধুরীকন তপবলে বাঁচাও অলসের। মনু। রূপসী বস নাগি
 ভোম্বারে ॥ বলিতে বলিতে ধনী ধরিল তাঁর পাশ। কাজী
 ভীষ্ম বলে করিব উপায় ॥ উত্তর। হইলেন ধনী ক্রমে করিব ক্র-
 জগল্লগে বুঝি আগে আলোকের বিজ্ঞান ॥ একবার দেবগণ অ-
 বোধে যমন। হরযোগ ভজ করি হইলেন নিধন। তেমি বো-
 যোগভঙ্গে পড়িলান রূপসী। ভালা হটে ভালা নহিলে হু-
 রাশি ॥ ভোম্বার কার্য সাধনেতে যদি নাহি বাঁচি। তুমি এবার
 দেব আনিতো দধিচি ॥ উদ্যাপন বলে সাধুরী হুগ করনা। যো-
 কি আটক হলে ঘটক করনা ॥

তৈরীর বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সাধুরী প্রবেশ করিল
 সাধুরী রূপ দর্শনে দেখা প্রতি মগন করেন।

রাগিনী কহিল। তাল হুংরি।

মোর হলো কি বল শুই। নারী রূপানলে আলি
 বলা কিসেতে বুঝাই ॥ কি হেরিলান আহা মরি,
 কটাক্ষে মগ্ন হলো মরি, উদ্যাপন বলে নারী, পাবে
 যে কাছাকাছি ॥

রাগিনী। মনন করিলে দেখা যায় তৈল আলি রাগি। কি

কিনমাদুরী ।

কিনমাদুরী হুগলি মাধারিনী হরি, এলা কোন বিদ্যাবতী,
কিনমাদুরী হুগলি এলাই বলা ॥ আবার জাবি চলনা, হইরে অতি
একনা, অহ জাবি বলাই উদয় । পুনঃ বনে নয় দেটা, অমঙ্গল দেখি
হুগলি, সে চকলা অচলাতো নয় ॥ জন্মে অভিব্যব জন্ম, খাতমার উপ-
দে, হও না দেখিতে উপায় । কহুয়াত রাঙ্গোবর, কোকিলের
কহুয়াত, ভূত গুন গুন করে গায় ॥ ধনী কটাক শব্দে, বোম দি-
গুণশব্দে, করে শব্দে জীবন করণ । যেমন জন্ম নগে, ঘোর কু-
কর শব্দে, শব্দে জীবনের মরণ ॥ শুনি মন্ত্রিগুণ কর, শুনি ম-
বানয়, জীবন মরণ হলে জ্ঞান হইত । যম করে মহাশয়, সে হুগ-
লি নয়, সে হুগলি হলে মঙ্গল ঘটে ॥ শুনিয়া বলে মঙ্গল, শম-
দেপ মঙ্গল, এলা মোর জীবন করিতে । দেখ সে কামিনী বিনে
পাচিলে পাচিলে আশে, মঙ্গলার মঙ্গল যে করিতে ॥ মন্ত্রিগুণ করে
পাচিলে, পূজা কর মঙ্গলানি, জাও পাচিলে রাঙ্গোবর । তবে যদি
কহুয়াত, মাদারাক রাধ বহু, পূজা করে হইও না উতলা ॥ মন্ত্রি-
গুণা লায়, উপনীত নিদামনে, পুণ্য নয় করিতে পূজনা । মঙ্গ-
ল বিনে দিল্লত, হুগলি কাম মঙ্গল, জ্ঞান অঙ্গ হুগলি দিল্লত ॥ জ্ঞান
কহুয়াত পাচিলে, মাদারাক হুগলি বানসে, দিল্লত যে ঘটে অভিব্যব ।
উদাহরণ বলা, পাচিলে কামের জ্ঞান, হুগলি পূজা তাঁর অতি
মঙ্গল ॥

মঙ্গল কামমদে পূজার জ্ঞানকী জ্ঞানিনী ইত্যন্ত ভাবে এসত

কালে উত্তর দিল্লত জ্ঞানকী উত্তরী উপনীত কৈলা

কহিতেছল ।

একদিন জন্ম । বোমী হুগলি হুগলি কাম জ্ঞান বোমী ।
কহুয়াত পাচিলে জ্ঞান পাচিলে কহুয়াত হুগলি । কহুয়াত বোমী মঙ্গলবোমী
কহুয়াত গুন । মাদুরী রাঙ্গোবরী করিয়াত পূজা । হুগলি হুগলি হুগ-
লি কহুয়াত যে জ্ঞান । জ্ঞান পাচিলে যে জ্ঞান কহুয়াত পূজা ॥
কহুয়াত হুগলি এলা জ্ঞান করে । হুগলি হুগলি হুগলি মাদি
কহুয়াত হুগলি মাদারাক কহুয়াত জ্ঞানকী জ্ঞানকী জ্ঞানকী জ্ঞানকী

না করি প্রবণ ॥ পণের কথা কি কহত। তোমার জানাই।
মাজে হুটে চিত্তে কবিতা পুরিব ॥ ঘুমাশ্রমি নহি আমি কই যান
পণ দায় আনার ঘটার বিপদগ্রস্ত ॥ যোগিনী কহে বানী ও
মহাশয়। বুনি বুদ্ধি কার্য নিহু অহং ভালো নয় ॥ বিদ্যমান বি
বান বাবে আসা যেতি। নরপ কারণ নিবারণে নাহি কবি
আমি তাঁর কবিতার করিব পূরণ। কল কর্ম দেব ধর্ম বরণ বরণ
বলে ভীমা কার্য সীমা কর মন বাক্তি। না উঠিঃ ৩ দুক্ষেতে বসি
এক কান্দি ॥ যোগী কর কর্তে ৩৩ জায়ে আপসার। কি জ
শামিনী কীদে পড়ে বাই ধরা ॥ উমাচরণ বলে মনম একি
পড়েছ তৈরবী চক্রে কর কি সম্ভব ॥

মহানন্দ নিকটে হুটে তৈরবী শিখর ৩৩ ॥ মাদুরী
নিকটে গমন ॥

পরীর। মদন কহে পুরিব প্রাণ ও তৈরবী। করিব পণ পূর্ণ
মধ্যস্থ করি ॥ তুমি তাঁর সঙ্গে কর সময় নির্ণয়। সেই সময়ে আস
আমে ওলাগেল ॥ জনি তৈরবী বলে চিনা বিধির রক্ত। মা
কণ ব্যাধে ধরে যোগী বিদম ॥ চব্বতঃ ৩৩ ভীমা করিছে
মদনের নত নাই গাধন বধন ॥ উপায় মাদুরী কান্দে যোগী
শব্দে। বিদগ্ধা জীবন বিচ্ছেদের হতাশকে ॥ স্বর বাহির করে
যোগীর কারণ। কণে বেগ বলে বিধি কররে মরণ ॥ শিক মারী
নেতে শিক রিগাতারে। বিদা মাঝিক কাহনিন্দু নখে কে তা
কদি করক কলো ক্রোক নগণ শব্দ। হস হাস কহনাতো খোব
হুজ ॥ থেকে থেকে যোগীকণ গোড়নে উদয়। পুষ্পময় শিখা
কাহিছে হৃদয় ॥ এবে থেকে যোগীবরে সখী উমাচরী। উমা
হরে ধনী ভদ্র পড়ে বসি ॥ কন্দর্পের মর্শ প্রাণ হইল সমীর। বি
বসিতে যে মাদুরী পড়ে বসি ॥ হুজা দেখি বলে সখী ও র
নিকে। কানি কানানিরা কল যোগাবর জনিকে ॥ অমনি
কহী বলে কই কই। মাদুরী বলে কল সন্তানার কই ॥ কল
তৈরবী কানিরা কই ॥ কল কানিরা কই ॥ কল কানিরা কই ॥

মহানন্দনাথ

তার সান্নিধ্য কলা মাধুরী কহিছে । দেখে দাসী তৈরবী কত দূর
 আছে ॥ বলিতে বলিতে দেখে তৈরবী আগতা । উষাচরণ বলে
 হলো বিজ্ঞিতা ॥

তৈরবী দেখিয়া মাধুরী সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা করেন ।

রাগিনী চৌরি । ভাল চৈক্য ।

বল দশী প্রেমধনি আনিছে ঘোর কত দূরে । ধনী
 আশ্রয় দিলে দুঃখিনীর প্রাণ বিদরে ॥ না ভেবে
 সে গুণধনি, প্রাণ সফা এতদনী, এ সান্নিধ্যের শিরো
 নদি, সইতো অনুলাঘনি, উষাচরণের বাণী । না
 ভেবে অগে অচরে ॥

ভয়সমজ্ঞক । মাধুরী কর ও ভীমা বল বলা যোগী কই একা
 হুমেধি কিল ॥ ১ ॥ উপাসনা কি চালা দিলেন । কাম করে
 ফলে প্রতিফল ॥ কোণায় রক্তিল সে মন তরুর । পান ভাণে
 রক্তে ভাঙর ॥ যদু করে কালকা রাগা চুকার । বন্ধু দিনে ভাবে
 প্রেম কর ॥ ভীমা বলে উঠলো তেন মাধুরী । পশুর কার্য
 দে দিব দরি ॥ ছলা করিসাম অনেক বিচারি । কিছু সম্মতি
 ছে ব্রাহ্মচারী ॥ ঘোষণা করিলে পূরণ । পতিব বরণের
 ভাষণ ॥ মাধুরী বলে তবে কিসের পণ । এদের করিব দমন
 ॥ ভীমা বলে ধনি কিলের মৈরাশা । নিকটে পাঠাবে চাইবে
 ॥ অন্ন পণ্য দিবি কি করে জাহন । শঠন পণ্ডা ক্রমে পরে
 ॥ বহন মিলন হবে দুইজন । তবে যোগে তার যোগ দিসঙ্গম
 রাজবালা হলো হৃৎকণ । কহিছেন তবন মিলন কথা ॥ অন্ন
 যোগে তোমারি আগর । হইবে মো ভীমা মিলন উত্তর ॥ ক-
 ই তৈরবী করিলে সম্ব । উত্তরালে যেন না ঘটে প্রলয় ॥ ভীমা
 কৈ কর না হে গোপন । বজ্র করে ধনী সিদ্ধ কর পণ ॥ মাধুরী
 ভীমা চিন্তা কর না । আমার রক্তিল অগ্নি ভাবনা ॥ তৈরবী
 কাম ভাই কর । শেষ জীবনেতে না ঘটে দুঃখ ॥ উষা

সমস্ত নির্বন্ধ করিয়া ভৈরবীর গমন ও বাগুদীর ভক্তিভাব
কালীকান্ত পূজা ও ভক্তি ।

পয়ার । ভৈরবী বলেন শুন বনি ধৌরাজমুখ । সায়ে ক
বমালয়ে হবে উপনীতা ॥ একণেতে আশি ধনী হলান নিদায় । তা
বালী পুরস্কারে চুকে করে তায় ॥ চুকে কায় লীলা করে পূহতে গন
মিলন আশা নীরে গনির কথা দম । বৈমুখ সে চতুর্দ্ব কইবে সম
মিলন হইলে শত্রু হবে অশত্রু ॥ বধু নয় বধু লখনি কুতে
নিব । কলপ সর্বনেশের দর্প শিলানিব । এত বনি ভক্তিযুক্তা
ধনী বায় । স্থাপিতা কালীর গৃহে বনিম পূজায় ॥ ভক্তি যত পু
শক্তি শ্রীপদপল্লব । মনে আশা শীঘ্র পাই জীবন বল্লভ ॥

পূজায়ে কালীকান্ত প্রতি ।

পয়ার । মমো নীলকণ্ঠকালী চমুগদানিহি । মমরে কামুর
অমর পানিনি ॥ কুলাননা কপা তমি কুলকুণ্ডিনি । ভায়ু
কালিগি চমুগদানিনি ॥ মাসবাসনা স্ববাসনা পূর্বকারিণি । এ
মায় ছরিতে তারণো তারিণি ॥ ভবানন্দে চরাচর ভবান্ত্রি ভব
কামার্নব তরুক্ষেতে ফলে এ তরুণী ॥ তুমি মোক্ষদাত্রি হরবন্ধু
রিণি । বিবে রাজাইলে শিবে শিব অদেহিণি ॥ শিবাকারী শিব
আশ্রয়দায়িণি । কেশব দ্রাবিদে মাগো শু শব্দবাহিণি ॥ উমা
বলে মা যোগেশ ধরনী । বাগুদীর কর ছরা যোগির ধরনি ॥ স
হইয়া কালী সেন বৈবরণী । অমর রাতে গতি পাবে রাজার নন্দিনী
বাগুরী পূজাতে গৃহে আনি চকলা রূপে দিনমণি নিরীকণ ।

রাজেশ্বরী শিখিট । কাল আভা ।

কালিকী চাকিয়ে ছায়ে হইস বাহিনী বৈবরণ । নয়-
নেতে হেরি শিরে মনে কহু নিশি গমন ॥ কতকণে
হেরি শশি, শালিব এ কলোহাশি, উমচরণ অভি-
লাষী, সেবিতে উদয় বিলাস ॥

ত্রিগুণী । বৈবরণী মোক্ষা কাম, বাগুরী বহুধে শিবে, সদা ক
আম নিরীকণ । মরুতন বাগুদীর, কতকণে মনোহর । কই

সমস্ত পদ্য। মোলো দাসি চন্দন ও সুগন্ধমাল্য করা। বিজয়
করা প্রাণে তোরা মার করা। যদি মন কিংবা বদন থাকে চন্দ্র তারা
কিছাই সুকুলে কুল দিবেন তোরা। বরা দাসী কর্ণপাত্রে মালাদি
খায়। কি জানি পড়িবা রাঙ্গণালার মালায়। তবে দ্রব্য মাথুর
কটে দাসী দায়। কিন্তু তি মাকুরাণি চন্দনো সুজায়। উমা
ধূবি চলে লাসে দাসীকে। তৈরুণী ভরনে যায় দেখিতে দিলেশীকে।
স্নিগ্ধা খর খর কর পদধ্বনে। নরক উভয় দেখা ধরে ভয় মনে।
সে বায়ু বহিতেছে জদয় কাননে। মল্লীক মাধুরীর হেনো চন্দ্র
কর। এক পদ অগ্রে বাহিতে দ্বিপদ পশ্চাৎ। দিলস হইবে কিলে
এবার। চলিতে চলে না পদ ওহো উল্লাসি। বাড়াইতে চর
বসন্তী মন যৌবন জয় মল্লিকি। প্রথম

মহাতে যেতে আচ্ছাঁ বাঁধী রীতি ॥ চল তর নাই বলে কলর ক
 ধৃত ॥ ধনী ভাবে শাণোমরে জাপা নহে ধৃত ॥ মাধুরীয়ে ধরা
 করি মখী মর ॥ উপনীতঃ ইহন মবে তৈকরী আলিঙ্গ ॥ সম্মুখ বেগি
 ভীমা রাজার হৃদয় ॥ ধরন লাগে জ্বলি দেয় করে কত মারি ॥ সী
 গিয়াছিলাম যেমন তরুণঃ সুস্থিতর ॥ সেই মত এনে মাগী যোগি
 শিরিরে ॥ স্থানি হামি যাবে রাজ্য মহেশ্বর-কন্যা ॥ শব্দেও তৈক
 মরি আনিতে তোমারি ॥ যোগী রত্নাশ্রিতে ভীমা ॥ চল গুণে
 চল গুণে বখাচারী কবিতা পুরিত ॥ এনেছন মলমল আ
 ধ গার ॥ তবে স্থানে চানতিমি পাতল উচ্চ ॥ স্থানি শির দলি
 যে চলিল মদন ॥ অদ্য সুখি করে কানে মদন মিলন ॥ তৈরী
 ক্ষেতে যে চলিল যোগিদল ॥ তর লাগে বাক্য হু পোষে মনেব
 হাদি কল্যাণ থেকে থেকে জলু কাল্য লক্ষ্য ॥ পুণ্যভাষা যখন
 কি জ্ঞতি আত্ম ॥ ভীমা বলে কেন দেখি তোমুতর ভাবে ॥ ইহন দেখ
 তবু রমণী প্রভাষ ॥ তর নাই বলে লয়ে চলিল তৈরী ॥ কমল
 কাননে উদয় তৈন ধনি ॥ এনেছি তোমু মন ॥ এনেছি মদন ॥ বস
 করেছে ধনী মদনাস্থদন ॥ এনেছো তাকি কথা এনেছ হইবে ॥
 করি কি আগে বলি হুইজনে ভাবে ॥ চল্লমুখ বগনেতে ঢেকেছে
 ধুরী ॥ জিজ্ঞাসে মদন অঃ এ হুই ধরি ॥ একজ তরুণ তুনি ক
 গোপন ॥ তৈরিয়ে যে সম্ভব হইল মোর মন ॥ রাজ্য যদি চি
 নাজা বিচারিয়ে দেখ ॥ ভাষাত গাধুর মন ॥ পশু মিত হুই ॥ পাত
 ল তরুণ করেছে বন্ধন ॥ ও বিয়র হেরে মোর হরষিত মন ॥ চল্লম
 সম ও বদন মগুন ॥ বসনে গোপন করা কি হেতু ॥ মন ॥ ধনী
 সম্বর উত্তর দিতে হবে ॥ যে ভাবে ঢেকেছি আসা ॥ গলে কৈ
 ভাবে ॥ আচ্ছাদন করেছে বাস লজ্জা রূপ ঘন ॥ কেমনে দো
 মদন শীত কিরণ ॥ উত্তর শুনিয়ে যোগী রসে ভগমগ ॥ মন
 ছুটিল যেমন তুরগ ॥ উচ্চারণ বলে হুই অন্য আলিঙ্গ ॥ কর
 ভীমা ভীমা ॥

প্রথম অধ্যায়

মহাকীর প্রসঙ্গ ও যোগির উত্তর।

সংকট কথা ও ছন্দ। সমস্যা পূরণের সন্ধ্যা। উত্তর। সন্ধ্যা ৭।

প্রথম প্রশ্ন। ভদ্রার্থে মর্ত্যবাসয়েৎ।

বিভা। নিব শাপ প্রত্যাহার বদেহ পরিবর্তয়েৎ।

দম্পত্যনর জাতি চ তদর্থে মর্ত্যবাসয়েৎ ॥ ১ ॥

অসমার্থঃ। নিব শাপগ্রন্থ দেখে স্বকর্মের দোষে। স্বকর্ম বর্জন

পাকে মরবেশে ॥ শুভ ধনি করিলাম গোপন প্রকাশ। প্রথম

দম্পত্যের মর্ত্যবাস ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্ন। হাহা জন্ম নিরর্থকঃ।

বিভা। শ্রেষ্ঠ জন্ম পরিত্যাগ অধমেন প্রবর্ততে।

নরককর্ম ভবেৎ পশুং হাহা জন্ম নিরর্থকঃ ॥ ২ ॥

অসমার্থঃ। শ্রেষ্ঠ জন্ম ত্যাগ করি অধমে প্রবর্তি। তৎকৃত হল মর
কর্ম হাহা ॥ পাপের পারশিষ্টতে যে সেই প্রতিফল। হাহা জন্ম
নিরর্থক দৈবে ঘটাইল ॥ ২ ॥

তৃতীয় প্রশ্ন। স্বকর্মকল ভোগিতা।

বিভা। স্বকর্মের বহুলাংশ ফলাফল বিচারণাৎ।

স্বকর্ম নিষ্কলি বহুলাংশ স্বকর্মকল ভোগিতা ॥ ৩ ॥

অসমার্থঃ। স্বকর্মভুক্ত যেটা তাহা জন্ম মার। মিথ্যা করা তার

ফলাফল বিচার ॥ যেহা দি দ্বা করা নহেত উচিত। স্বকর্মের
ভোগি করণ নিশ্চিত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ প্রশ্ন। পত্না বিনা বিষ্ বণুঃ।

বিভা। অমিতঃ জীবনং মত্বা কল্মশশরীরতমে।

পত্নিতা সাক্ষ্যমারীণাং পত্না বিনা বিষ্ বণু ॥ ৪ ॥

অসমার্থঃ। নিরন্তর জীবন মত্ব কল্মশের শরীরে। পতি বিনা

সাক্ষ্যমারী খেদিয়া অস্তরে ॥ ইহজের প্রতি কত আক্ষেপ যে করে।

ত বিনা কাহা দেহ বৃথা দেহ করে ॥ ৪ ॥

মহার। কবিতার পূরণ আর কল্মশের। বলা বলাবদে বলে

সকল জন্ম পতি

মদনমোহরী ।

যোগী জানিহু কারণ ॥ গন্ধর্ব্ব বিবাহ আসে মনে হয়ে উত্তরান ॥
 দেয় যোগীন্দ্র গলে বরণমালা ॥ মদন বলে নাথুরী হারি কি নরিনী
 নিরব্বক উমানীন বরেণে বরিত ॥ ভীষ্ম শয্যাটমে নিরি বির
 দায় ॥ তব বাহু কিমে পূনে আমার হারায় ॥ লোক পুরি
 চাই বরণে অপলাপ ॥ না বলে বরিলে তুমি পাপে কি অপলাপ ॥
 তরা হয়ে যাবে করে অভিবাদন ॥ বরনা করিয়া যাবে যুগে সেদন
 উমাচরণ বলে যোগী কেন ভাঙিও ॥ কামিনী-বদন বহু দায়
 পুরাও ॥

নাথুরী কাতরা কইছে যোগীবরে তহিতেছেন ।

রাগিনী দিকিট । তাল টেক ।

মনঃপ্রাণ প্রাণ জোমায় করিহু অর্পণ ॥ ভূমিতে
 রমণী রমণ তুমি হই শুভা কৃপণ ॥ তি জ্ঞানি কি দেখে
 বপন, করেছিলাম বিবদন, উমাচরণ কহে সে
 পণ, তোমা হতে হয় নিরুপণ ॥

মুখবদন ॥ নাথুরী কর মহাশয় খরি গ্রীষ্মদে । অপরাধি
 আদি কই হে পদে পদে ॥ তুমি পতি আমি পত্নী না হবে অশ্রু
 আমারে বরনা নাথ করিছেন ব্রূণা ॥ মদন বলে গৃহী নই আমি
 নন্দাসী ॥ ভাষ্য লয়ে গৃহে বন যোগধর্ম্ম শাসি ॥ রাজবালা বলে কি
 গৃহে নাতি রমা ৷ বনাশ্রমে বাসে মাদী দেবার কারণ ॥ অকাজ
 হই বন্ধু কর নাথো তুমি ॥ ভাষ্য বনে গদা অতি তথা পুচ্ছ ॥ ধর্ম্ম
 জানায়ে শালক দিল্লাম গুণমণি ॥ তুমি পতি আমি হই তোমার রমণী
 নারীক বিনয়ে হলো মদন উদয় ॥ মদন নাতিয়া যোগী হইল মদন
 কর বরি যোগী বলে ভাসতো কটিলি ॥ মদন কহী দেখে যেন ধরি
 করিণা ॥ করে ধরা দেখে কহী নাথুরী অতঃপর ॥ বহু বহু নাথুরী
 না তিসিও কর ॥ যোগী হলে যোগে বসি করিলে পাপ ॥ অবিদ
 দিল্লাইব কনক মুগ্ধ ॥ অকাজি কনকনো নারী হলে লয় ॥ বেশ
 দিল্লাইব করিণা নাথুরী কামিনী ॥ অকাজি আমি উমাচরণ করি
 দিল্লাইব নাথুরী কামিনী ॥ অকাজি আমি উমাচরণ করি

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

সখি সখি । সখী বলে বলে যোগী । আলো প্রেমধূনী ॥ শুনি তরল
 হৃদয় অরুণ । অরুণে কি বোঝাবর কবিতা পূরণ । কবিতা
 সখী করণ নাশন । সখী । কিছু নিদেন তব আছে হে কারণ ॥
 কবিতা আছে আলো বিকরণ । এতল লজ্জা হি মৃণালিনী অরণ ॥
 কর যোগী যোগী তাগিয়ে কোপান । যোগী বলে এ যোগে যোগ
 মন মাধার ॥ জীবা বলে কুকি হৃদয়ের মত যোগী । যোগীবিশ্ব
 যোগী হরণে উল্লাসী ॥ সখী বলে যোগ পুরুষে মোতী ।
 যোগ নিজে মোর কি মোর উত্তরী ॥ উত্তরন বলে হৃদ অস্ত
 যোগ । সিন্ধুনাথ জীবা উত্তরের সমতাপ ॥

মঙ্গল দশমী উদ্বেগানী ও মঙ্গলদ্বির হন।

[illegible]

নন্দনমাধুর্য্য

বীকার বটে ॥ উদারত্ব বলে হসি হাসে ॥ রতি করিয়া
অক্ল টোলে ॥

নন্দন মাধুর্য্যের কথন কত ॥

রাগিনী বেলাগ ॥ ভাল লাগে ॥

গুন মিলিয়ে কাহো ॥ বহু রত্ন লাগে হলে তার সম
নয় ॥ অমিলন বড় দিন, কেমনে যায় নিশি দিন,
জান নাহি রূপ, উদারত্ব দ্বিজ বলে ॥ হে বিন
মিলন কল, যে দিন ছাখের আশ সুখের উদয় ॥

একবর্ণছন্দ ॥ নন্দন বলিছে হসি দেখিলে কখন ॥ রাসের
কার্য্য নাহিক অমন ॥ ইশকা হও করনা তরপাণ নয় ॥ এতনি
কাদি আলাদা নয়ন ॥ মাধুর্য্যের নাগর আসি নবরতি ॥ কি
কি হয় নাহি জানি কীতি নীতি ॥ একবার জানিলে হে হবের
নিতি ॥ না জানি কারণে বস্তু এথকে অনীতি ॥ কাজে তার
ভর গুন সুশোভন ॥ কত না কোমলে আর অস্ত্র বিবেচনা ॥
হইবে তব চরণের বিদায়ন ॥ বিরস ছাতিছে কখন
এ নারী পক্ষে বহু দুই প্রেমমগন ॥ নব পোছিতে পারিলে বুঝি
নাগর ॥ থেকে থেকে উঠিছে ভেসে জানি নাগর ॥ বাহিরেতে
হাসি বলে গরু গর ॥ বাকি কার্য্য এত নহে করিছ নন্দন ॥ কা
লকিরে যথেষ্ট অন্তরে বেদন ॥ কহিলাম বখাওঁ হে জোনার মা
হান্যবৃত্তা হও কেন বিরস বদন ॥ জানি বসি যৌনা কখন কহিলা তব
বুঝিলেন বুঝাই সঙ্গতি সঙ্গন ॥ উদারত্ব বলে বিদায় কি এ
বকার্য্য মাথ ঘুলাতি হলো শুভকণ ॥

নন্দনের কথন কত ॥

কোমল নবিকল্প ॥ নন্দন মাধুর্য্যের কথন কত ॥ রাসের
বিদায় ॥ আরও কখন হসি হাসে ॥ নন্দন বলে বুঝি
কখন কখনে কখনে কখন ॥ কখন কখনে ॥ বেস না
বুঝি কখন কখন ॥ কখন কখন ॥ কখন কখন ॥ কখন
কখন কখন ॥ কখন কখন ॥ কখন কখন ॥ কখন কখন ॥

একাকার হইল বসন্তে ॥ ক্ষৌর্যে অঙ্গে অঙ্গে বিবিধ ছানে ॥
 সজ্জায় রতি বীণা বাজে ॥ কি বিলস করিছে অঙ্গে অঙ্গে ॥
 যানে যানে করে সুসাজে ॥ বহু বহু যোগে করিছে বস ॥ যদী
 শুভে কালের দিন ॥ অসংখ্য করে কটি ইত্যদ্য ॥ আপন
 মের বাণীত বস ॥ সৌন্দর্যে সাজিল রত বসন্ত ॥ অঙ্গে সজিছে
 ন পাবক ॥ নিম্নে বিলাসিত বসি সাধিলে ॥ সিন্দূরেণা অঙ্গে
 লে বসিলে ॥ সাধুদী বসে বস বসে বসে ॥ তব ও বসে বা-
 লে বসে ॥ কেনী বসে বসে বসে বসে ॥ অসংখ্য করিছে রিপূর
 ॥ শুনে বসন্তী করে আশেবর ॥ সাধকে কার্য বা করে বসন্ত ॥
 নী আশের মত বসন্তবাস ॥ সাধিলে বসন্ত আশে ভাগে ॥ অশ-
 কের বসন্ত নখু রীতি ॥ অসংখ্য করিছে বসন্তে নিবীতি ॥ অসংখ্য
 বসন্ত আশের ॥ বস কটি উজ্জ্বল বসন্ত ॥ সুধুদী অসংখ্য
 বিচার ॥ পরিচয় কটি বিচার ॥ বসন্তে বসে করে বস বসন্ত ॥
 বস কটি বস বসন্ত ॥ অসংখ্য করিছে বসন্ত বস ॥ অসংখ্য
 বি নিতিম আশ ॥ বসন্তবাসে কি অসংখ্য ॥ বসন্ত বসন্ত বসন্ত
 বসন্ত ॥ করিছে বসন্ত বীণা বসন্ত ॥ অসংখ্য ॥ আপন
 বসন্ত ॥ বসন্ত অসংখ্য করে বসন্ত ॥ বসন্ত বসন্ত বসন্ত ॥
 বসন্ত বসন্ত বসন্ত ॥ বসন্ত বসন্ত বসন্ত ॥ বসন্ত বসন্ত ॥
 বসন্ত বসন্ত বসন্ত ॥ বসন্ত বসন্ত বসন্ত ॥ বসন্ত বসন্ত ॥

संस्कृत-विद्यापीठ

[illegible]

হইলার বাসী, কনকে হইল কন্যা। বিচারিয়ে দেখে বন্ধু, সে কন্যার
 রয় মধু, বে ফুল হে নির্দোষা ॥ মদন বলে প্রিয়নী, একুল কি
 বাসি, মিলে হুতন মধু। কথায় কি ভুলাইল, ভুলানে কি ভুল পল
 নহি ভুলিয়ার বন্ধু ॥ পুনঃ বাসনা পুরাত, কাম তরঙ্গে ভরাও, ক
 সুখ তরণী। বলিতে বলিতে কলে, অমনি লইল কোলে, হার
 আনরিনী ॥ বাধুরী কহিছে কাম, তব পদে প্রণিপাত, একি অ
 বুদ্ধি। খাইলে উদর পূরে, আহার্য্য কাহ নাহি পূরে, তি জনি বি
 বুদ্ধি ॥ বোণী বলে প্রেমায়িত, কুলা মতে সে অমৃত, স্নান বলি রপ
 রতি অরি মতে মৃগ, না জানিয়ে কহ মদ, ও প্রেমের প্রিয়নি।
 একি বুদ্ধিজ, আরজিল বুদ্ধিজ, পূর্ব মত বাপার। কীউমার
 কয়, সে বাপার ছাজী মর, যাতে হয় বাপার ॥

বুবক সুবতীর রমণীতে বিদায় ও মদন মন বিচ্ছেদের ভারসা।

রাগিণী সুরট। তাল কঞ্জালি।

প্রাণক বিচারে কি কাম খইল। প্রেমাসাগর
 বিশেষ উঠিল, অমনি কন্যার কাম কাম হইল
 করিল ॥ বিদায় নিম্ন প্রেমদায়, প্রাণদিয়ে যে
 প্রেমদায়, হার কাহ কি অনুপায় হইল। বলে বিজ
 উমার, কেন বা হইল বিদায়, অমনি কন্যার
 মন মিলিল। এই যে প্রিয়নী, অতি কুমারি, ইয়া
 সুখকুল হইল বাপার প্রাণ আশির ॥

পয়ার। বাধুরী কহিছে কাম মিলি হলো শেখ, বজল
 কিতে পূরে করিব প্রেম ॥ মধুরা বন্ধু। মৌর হুতিবে অশেক
 হইবে বধু দিবা অরোহণ। তবলি হইবে বিদায় বাসির কোল ॥
 আহারে দেখি না আহারে দেখি না অরিনী করুক না। হইবে মধু
 নদন মনে বলি মনোজন বিদায়। প্রেম হইবে প্রাণ বিদায়
 বিদায় করিবে প্রাণ বিদায় বিদায়। বিদায় মন করি
 উদয় মন করি মন করি মন করি মন করি মন করি
 মৌর বিদায় মন করি মন করি মন করি মন করি মন করি

এখন মম থাকে। পরোক্ষ, তব তার, কর কে মোরে কহে। তব
 উজ্জাপন, বভনে করিলাম। মম পদ, সমাপন, অস্ত তার দিলাম
 হনী কর, বহাগর, কেন কর ব্যক্তি। সে পদিতে, কি বহিমে, বাস
 বহে বাতল ॥ শুনে বাক্য, দোহ বক, কলিঙ যে আতকে। বি
 স্তার, সিংহতার, লইবে হে পতন ॥ বিজ্ঞাবোগে, বায়ুবোগে
 দেবিয়াছি বপন। সচেতনে, পুস্তনে, তারে কর বপন ॥ এ অবলা
 প্রতি হুলা, করা উচিত নয়। শঠতার, বনিয়ার, ধেরেতে সেনা নয় ॥
 যোগী কর, কিসে হয়, তব গকে ছজনা। উঠি হুদে, প্রেমহুদে, ভুবি
 সুধা তুলনা ॥ তাজে লাজ, কহে কাক, দেব গকে প্রিয়নি। বাস
 হুদে, হয়ে সুব, বিপদে গারনি ॥ শুনে কথা, বপমুতা, কতি হুদ
 কাতরে। হিতাচিত, অধিচিত, কার্য কহে ইতরে ॥ কোন বুকে
 যামিবুকে, আরোহিবে রতনী। হবে ধনী, হানিবাণী, অধোতে শিরো
 মণি ॥ যোগী কর, নৃমা নয়, শুক-রাজবালিকে। বৈজ্ঞ রণে, কি কার
 য়ে, শিববকে কালিকে ॥ যদি বল, শিখি বল, এখানেতে ব্রণ কই
 নয় হুদে, উঠি হুদে, করকে মদন অশ ॥ মনী কহে, মল কহে, ত
 যোগি মহাময়। কামবুক, জয় দারা, তেমা বই কাত নয় ॥ বিপরীত
 সে কুরীত, ঘটনে পাপ হয় ॥ এ প্রমাণ, শুক মদন, উমাচরণ কয় ॥

মাধুরী বিপরীত উক্তি বিবাক্তন অস্ত প্রমাণ দেওয়া।

ভক্তীচোপরিভাষ্য। চ বনঃ যদি কুরীতে।

পতঙ্গঃ কয়মাধুর্য্যঃ দম্পত্যম্যাপ্যপোষতি ॥

অর্থঃ। পতিপরে সতী উঠি রতিকায়া কহে। মাধুর্য্য আ
 কয় হইত সবার ॥ অসুখ কখন। কাম পতি নিবেদন। পতি পত্নী অ
 গতি বেদের লিখল ॥

মদন কহিল কহুকের।

পরার। মদন বলেন। শুক যদি অসুখ বাণী। অপ্রমাণ ও প্রমা
 যাহি জামি বাসি ॥ বিপরীত করিতে কার্য শুক প্রমাণ। উক্ত
 শুক মাধুর্য্য পাতকের বিবাক্তন ॥

काठमाडौं, नेपाल, २०७३

[illegible]

दिनांक २०/०८/२०१८

જાનિની શિવિડે : ડાંગ ભાગમાં ।

नामानि निरोद्धि नौति मायः च कामादयः पितवः ।

ॐ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥ नमः शिवाय ॥

पुष्पाव पुष्पाव पुष्पाव, नमः पुष्पाव पुष्पाव पुष्पाव, उमा-

চরণ দ্বন্দ্ব আশার অনার অমল কহাইব ॥

सुखमेव हि । नूनं यदि ध्यायन्तः तदा विपरीतं सिद्धम् । अने
विशेषः प्रत्यक्षानुभूतिनिमित्तः । अतोऽत्र वदन्, एतेन यत्र

[illegible]

नामो ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥

যক্ষ্ম সুমিলনকর। যক্ষ্ম সত্য কথা কহে কান্দে। কহে নত্যা ভব
 দ্বিবা যোগী ॥ রূপ দেখা পাইব হৃদয়। প্রেমাসাধ্য সত্য বন্ধ ব্রহ্ম।
 স্নেহভক্তি বন্ধা বন্ধা বান্দী। পাইব পূর্ণ পূর্ণ করি ॥ জনি তীর্থ
 স্নান কার্যে কহে। যক্ষ্ম কহে যক্ষ্ম কহে ॥ যোর ভাষা ভোগ
 যোগ্য বান্দী। যক্ষ্ম কহে যক্ষ্ম কহে ॥ জনি যক্ষ্ম কহে যক্ষ্ম কহে ॥

अथ नमो भूमी ।

ক'রো, ভিন্ন কলভোরে, বড় দৃশ্য বন্দ। তাহা দেখে গুনে, উন্মাদ
কি বলে, কবেহি নবহু ॥ হও গামি ক্ষয়, শুভ কর্ম শীঘ্র, তায়
কি পাজি। কবেহি যোটক, কখুরী ঘটক, কলো নরপত্রি ॥ সখা
কবরোথ, কুশিরে কুবোথ, কলে অজিনুত। কীউনাচরণ, কলে বস্ত্র
করে ধাক্ক শুভ ॥

ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ।

[illegible]

[illegible][illegible]

তাইরে, জিজ্ঞাসা করে তোমারে, পরামর্শ কি করে। তবে তুমি তাই
করিবে উত্তর, জিতেছির বোরীবর, পরমারে। এটি যদি মোত। যদি
কার সংজ্ঞা হত, সুখ হাং একমত, মোত প্রতি দ্বিহি তার মোত।
জবদত এই জাত, এনি কৃত তবিতার, কলিয়ার কাতা প্রত্যাক। দেখি
বে এইবার, হয় কি না গণে জাহ, বটে ভাঙ্গ নহে বিবতক। এইর
কথা বলে, ভূমি বুঝাবে সকলে, কলোয়ারে কল্যাণা মাধন। শুনি সব
বাক্যবুজি, মনে জন্মে কত ভক্তি, বহন কৃতি সিনে, তে এখন ॥ বহি
পরাণবহি, এ জীবন কর সুখি, আর পাশ জোড়বহত। বহন
কল্যায়, মন আশা পূর্ণ কর, কেবলি কলি জীর্ণপাশা। ভগীরথ মন
যতো আনি ভাগীরথী, উকারি মনোভর কল। সেইরূপ করি বহি
আনিয়া সে গুণবহি, জগত প্রাণতে বহি কল। তিনি বাধুরীক ক
বলে তারে বজ্রাস্তা, সন্যাসিনা পাশ না বি বটে। জগা নিশিহর
দেখ, মুক্তিরা বোরীকরে, তিনি মত করিবে সে বাটে ধ। বহি
নাতে কলি, যেহেতু মন সিন্ধবহত, তাহে পাতি আশি হ মজরি। জ
জীবন বিদ্যোপ, মুক্তি হরি আশাদোশ, জাত ব্যত বুরহ বহন।
এই লীজ করণ, জগৎ কাল হরণ, একলিক শব্দে জাহে কলি
বলহেতে বটে বিদ্য, আশা কলি হয় ভর, বহন বহন সলয় করণ।
বি কয় একি জাহে, বহন ভট্টারক বালী, আশা কলি বহন পাশ কল
কল সে উতলা বহি, জিজ্ঞাসাত কারী বহি, জাহে লন বহন কল
হে কলানলিনী, কলিকাতা কলজিনী, কলনাথ কল্যায় কল। মনোজ
বহন, বিদ্যোপ বিদ্যোভট্টার, কলনাথ কল্যায় কল। এ জাহ
কল তারণা, বহি কলি জাহে কল, জগা কলি জোমার করণ। জিজ
শ বলে, কেবল মুক্তি কল, বহন কলি বিদ্যোভট্টার।

বাধুরীক আদ্যোপ বিদ্যোভট্টার সুখীক বহন কল

কলিকাতা

কলিকাতা

কলিকাতা

স্বদেশীয় কবিতা

স্বদেশীয় কবিতা। স্বদেশীয় কবিতা। স্বদেশীয় কবিতা।
স্বদেশীয় কবিতা। স্বদেশীয় কবিতা। স্বদেশীয় কবিতা।

কুবুবিমো দেহ মরমে : একক মনে : একক মনে :
কাজি উন্নয়ন হইল বিদ্যে :। হিন্দু বড় চকোরিণী, এ
চন্দ্র আনন্দিণী, উন্নয়নবদ্ধ বানী, জাতি নিরানন্দ
একমে ॥

স্বদেশীয় কবিতা

ভগবতী জ্ঞান। কি জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান।
ওনকি বলিতে ॥ মোক্ষকর চন্দ্রমির সন্দেশ। আশ্রয় কুল
কহতে ॥ বলিতে হিন্দু বড় চকোরিণী। স্বদেশীয় কবিতা
ভগবতী জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান।
নামি বিদ্যে মঙ্গল। জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান।
করি পদম। জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান।
সেবন। জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান।
কাজি উন্নয়ন হইল বিদ্যে :। হিন্দু বড় চকোরিণী, এ
চন্দ্র আনন্দিণী, উন্নয়নবদ্ধ বানী, জাতি নিরানন্দ
একমে ॥

'স্বপ্ন' নামের পুঁথি পাঠের পড়ি ॥ অম্বা জাতি কইলাম নিদ্রায় :
 'স্বপ্ন' নামের পুঁথি পাঠের পড়ি ॥ 'উঠে মক্কেল করিল জ্ঞান'। যোগী চণ্ডাল
 'স্বপ্ন' নামের পুঁথি পাঠের পড়ি ॥ 'উঠে মক্কেল করিল জ্ঞান'। যোগী চণ্ডাল
 'স্বপ্ন' নামের পুঁথি পাঠের পড়ি ॥ 'উঠে মক্কেল করিল জ্ঞান'। যোগী চণ্ডাল

माधुरीर निषिद्धे श्रीगाराङ्ग, गङ्गा ३ नगवतक ५७

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧ ।

[illegible][illegible]

ক্রোণাংশে তিরোহিত । অতি প্রত্যক্ষ, অসম্ভব, অসং-
লোহিত ॥ বুদ্ধি করি মনে, এর এক অংশে, নাটক, দুঃখ, দুঃখ । অতি-
চর চরে, কুপান গোচরে, জ্ঞানার বিবরণে ॥ দেব, দেবতার, দুঃখের
অনন্ত, অসংখ্য বাক্য । বাক্য বিবরণ, অসংখ্য, অসংখ্য
প্রাণ, শিল ॥

কোটালি কবুত বসন্তকে কবুত হুঁ মারি'র আঁকব।

[illegible]

মনোহরকে কহিলেন, হৃদয়ে বন্ধন করিলে । কি কামি
কোথায় গিয়াছে বা গারি হুনি কারাগারে । অন্য
জন নাহি হলে বন্দোবস্তা গমনাগমন । দেখি মুখ

[illegible]

। পূরে বিধা উপাসনা তারে ম বিবর্তন নিম্ন জ্ঞান পাশে
জি। সখা কান গতি ভিন্ন নাই যদি মুক্তি ন পাই তবে
ত্রে কি কথায়। গাত্র জোটে হবে চোখে কল্যাণের দান। অমৃত
বল করি গই কল্যাণকারিণী। কিন্তু ই পাপের রাখে এ কল্যাণের
মাত্র নগ্নী বলে আরি এ হুগে নাইতে। যেমতই মনসি কল্যাণ
নাইতে ॥ অপদ্রব যোক্তির ন্যায়ের এমন। বরক অরীম পানি
রি করে মন ॥ কি করিবে কল্যাণকে কি করে তরুণি। নাইক বই
বাগী যদি বাহে তরা ॥ শ্রীউমাত্রিণ বনে নাইক উপায়। নাইক
বে কি রানী কল্যাণেতি পায় ॥

যোগীন্দ্র তত্ত্ববিশেষে রাজি সভা লইয়া যার ও
রাজসভা বনন।

মদ্য ক্ষয়। যোগীর হস্তবদ্ধ মন্ত্রের নাগদাম্বারা য হ তরু
ক হইলেন। ও বনরাজান দিক্তর তরু মধ্য রাজসভায় সাজ
রিালন, রাজপতি পাত্র বিরাট মন্ত্রাঙ্গণে বসে থাইয়া সভায়
ইলেন এবং যজ্ঞোত্তাপে দলদলগণ যজ্ঞ যোগ্য স্থানে বসিলেন
ও জাগর্য সভা জোতা যোগ্য। মুনগণ যজ্ঞোত্তাপে ও নারি
য়, শত শত মন্ত্রকর্তৃক হীরক মানিকা মণ্ডিক নির্মিত। যজ্ঞ
ানে উচ্চ কাকর মন্ত্র, তদ্ব্যপরি অতি সুশ্রুত বনন জোড়িত, তদ্ব্যপরি
পবিত্র নাক্যক, কলিত, বাহ্যনাদি বিভীষক ও অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি
ও, কতু পুনস্তা, শৌলস্তা, দেবল, চুর্বাশা, তৈলোষন, গর্গ, পৌর
দ্বাজ, সারদ, বিরাধি, কলাপ, শাখাশা ওত মন্ত্রধারি কল্যা
ত্রিক, গৌরানিক, আত্মিক, সেদার, ও দিক্কাহতে দেশেরী নর
কারত। বিবিধ শাস্ত্র উপাশক করিয়া সকলে তরাদানুবাদ ও
শ্রুতবুদগণে বেদননি পুনরিত তরাদকে স্বর্ভিবারো আশীর্বাদ ও
নামিক পশ্চিভরা পদম কাক সুমধুর যাত্র বিবিধ পুনরিত পাত্র
করত। সভার নিমিত্তকরাদাশাসক তরাদ এক বাবা বিজ্ঞান
কল্যাণের জগদাত্মক মন্ত্র মন্ত্রাঙ্গণে তরাদগো সানানি ও
যজ্ঞোত্তাপে সকল মন্ত্রি ও মন্ত্রাঙ্গণে মন্ত্রাঙ্গণে মন্ত্রাঙ্গণে

সুজাপাণ্ডিত কর্তৃক চোরেজের পরিচয়।
 গদোদারদীর্ঘ ছন্দ। অতি তথ্যক সম্বলিতক গদ্যে মুখ্য যোগী
 আদ্যস্থানে কুলতির সম্বন্ধ করিলেক। সুখ সহ সভাস্থগণ বোধিত
 আশ্রিত নশনে আশ্রয়বী দেখি কামের বসি বসবাসিবেক। কবি
 জিনি জিনি কলক কলি বীণ জন্ম। বোধি শোভিত বসি জিনি
 জন্ম তাহাতে বসবাসিত। বসি কি আশ্রয়। বসবাসী হইয়া।
 বসবাসী। মিস্ত্র ক হইয়া নাথন শন হইল বসিবেক। বসবাসী হইতস্তা
 বসবাসী সভাস্থ অধিগন ও অসমাজ মিত্রবর্গে ইতিহাস করিলেক। কে বু
 বসবাসী কলক কলি বীণ জন্ম। বোধি শোভিত বসি জিনি
 জন্ম তাহাতে বসবাসিত। বসি কি আশ্রয়। বসবাসী হইয়া।
 বসবাসী। মিস্ত্র ক হইয়া নাথন শন হইল বসিবেক। বসবাসী হইতস্তা
 বসবাসী সভাস্থ অধিগন ও অসমাজ মিত্রবর্গে ইতিহাস করিলেক। কে বু

[illegible]

ভাবনা করত । ও দুইরা পামণ্ড ভণ্ডাষাণী তোমার সামান্যল ভা
 হলে তমিচরকরে প্রকাশিত হে পরমবোধী । পরম, যোগবোধেন পা
 ত্রুখ হইয়া পরাজিত হইতে পরমবতন, সন্ধ্যাসময়ের কুণ্ডলীক প্রব
 যোগিব কোন আশ্চি জন্মেমা অনায়াসে সম্বলেন কাহ, প্রত্যকালে
 যোগিব প্রতি অমিরা ধর্মি কহিতেছেন, সুমি বোধী । ভূতনাথ আ
 সন্যাসীর ভাষা অমিরা কহি । ইহা অমিরা অমিরা কহিতেছেন যে
 ভূতনাথ সন্যাসীর উপাখ্যান বহু কহিবেন । অমির কহেন পূ
 পূর্বস্মৃতি কালে কলিজনগমে সীতেশ্বর নামে এক মাধু নাম করেন
 উক্ত সন্যাসীর কলত্র পরমা সুন্দরী তবর্ণ মর্মানে মর্ন সর্বারভায় দ
 য়, বোধ করি চঞ্চলা জীন্তে অজ্ঞাপ্ত হইয়া অস্বাভাৱে বনিকবর্মি
 তার কায়াতে রন, এতদূশ রূপমতী বুনতীতে একাকিনী যোগে রাখি
 প্রবাসে বাগিচা করিতে মনন নাহে । একদা এক সন্যাসী ভিক্ষাকার
 মাধুর বহির্ভাৱে আগিয়া ভিক্ষাং দোহি এই বাক্য মাধু করিতে না
 দয়, মুষ্টিভিক্ষা আমিয়া সন্যাসীর অনাবুপায়ে দিনেহু, বিবি
 ভিক্ষা প্রাপ্ত রাজ্য গমন করে একত্রিণ স্বজ্ঞে হুত হল্যায় বানি পূ
 কীর দিলেন, বলে মাধু কুমি হইছার যে মুষ্টিভিক্ষা এমান করিয়া
 তাহা প্রাপ্ত ভিক্ষি প্রাপ্তকরা পাতক হয়, সন্যাসীর এই বাক্য শ্রবণে
 দত্ত হইয়া মাধু কহিলেন প্রত্যেক সন্যাসীর আপন বিত্তি করন, কা
 মুষ্টিভিক্ষা জন্য প্রতি ঘরে অটন করিয়া প্রাপ্ত দিহা মানে আপন
 তাহা হইতে প্রাপ্ত হইবেক মন্বনে দিত হইলে শাশে ভোজন মন
 করিতে পারিবেন, সন্যাসী কহে ওদন উৎসব নাহিলে ভবাসরে রা
 ব্রিতে উৎসব নাহি । সন্যাসীর কহে আপন স্বজ্ঞে অফিবেন এক
 মথকলত্রের মর্মরকার সুখ চাহি, সন্যাসী বীকত কহিয়া বনিকবো
 ধানী হইলেন, মাধু পরামুণ্যেতে বাগিচা চলিল । একদা বসন্ত
 মাধু মাধুভাষা কুমুমকরোক বিকট দেখিয়া উৎসার নায় হইল
 মূখ্য পরভিত্ত বব প্রবণে বহুদলীয় বহুসংখ্য অতিথির মিক

১১. এক উত্তর আধির মুষ্টিভিক্ষায়ে অজ্ঞানী হুত হইয়া হইলে

হয়। হাজি নিম্ন হইলেন। এইমত কিয়দিনপর্যন্ত বৃহৎ থাকিয়া
অধিক ধন ছিল তাহা সেইমত দেখা দিতে গেল। পরে বাদ্যযন্ত্রাদি
করণ পূরিক নৃত্যানিষ্ঠা করিয়া উত্তম নৃত্যকী হইল। এবার সাধু সা-
ধু হাজির হইয়া উপনীত হইয়া আপন ভাষা ও সন্যাসীর চরিত্রে
বিস্তারিত হইয়া বলে যায়ঃ! এমত সংজ্ঞানী ধার্মিক সন্ন্যাসী অন্তর্কট হ
যা চক্ষে আর দৃষ্টি হয় নাই, এতবলি জোরে জ্বলদগির মায়া এক ভীষণ
প্রদর্শন করিয়া ভাষাভিগের উদ্দেশে গমন করিল। কিয়দূরপর্যন্ত
কিয়া এক ক্রমবলে ভূতনাথ সন্যাসীকে ভাস্কর্য্য দৃষ্ট হইল, সদা-
সন্যাসীর ব্যবহার বিজ্ঞাপন হওমজমা ক্রমোপরি তিরোহিত হই
ল। তৎপরে বামিনী আদ্য বামাশ্রম ভূতনাথ ভাস্কর্য্যপানে এক
কর উন্মোচন করিলেন, এই প্রস্তরাচ্ছাদিত এমটা গল্পন দেখিল
হইতে দীর্ঘাবার পক্ষ তৎকর উঠিল, তৎকলে ভূতনাথ ভাষাভিগের
ভাষাভিগের হইয়া বহুসংখ্যক অসুভা করিলেন। তাহাও অজ-
সবের মগরত্ব হইয়া ধমিন্দিগের ধনাপহরণ করিয়া অহর্নুবে আইল,
এ পূর্ববৎ গল্পন মধ্যে অন্তর্হিত রহিল। সন্যাসী সেইমত কাপ-
ল উপ জাতি করিল, তৎকলে সাধু দেবজ্ঞান্য করিয়া গমন করিল ও
হইয়া এক ভূপালয়স্থ হইলেন তথায় এইমত কলত্র নৃত্যকী হইয়া
করিয়া নৃত্য করিতেছিল, উত্তমতঃ দৃষ্টিপাত হইয়াতে গণিকা
হইলেন, এবং নৃত্যের ভাল ভঙ্গ হইল দেখিয়া তাহার উপ-
দ্রিষ্ট করিল নৃত্যে ভালভঙ্গ হইবার কারণ কি? নৃত্যকীকহিল আ-
জ সন্যাসী সন্ন্যাসীর পূর্ববর্ত্তি এক বস্ত্র নিকটে দস্তাভাস্য হইয়াছেন,
সিয়ার লোচনে লোচনবৃত্ততে হইয়া নৃত্য ভঙ্গ হইল ইহা শুনি
পাশে কহিতেছে হে পুণীপতি! অম্য সন্ন্যাসীর পোশা পতিতা-
বৎ নৃত্য ভঙ্গ হইয়াছে, এই দৃষ্টি করুন সন্যাসীর পাশ বস্ত্রিত
কর গাত্রহেলনে বস্ত্রনে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এই লোচা প্রবণ নাচে
কর জ্বলদগির মায়া সাধু মজক হইলেন সন্যাসী করিলেন। সন্ন্যাসী
কর ভাষা প্রবণে ভাষা কলত্র পূরিক ভাষা করিল, পূর্ণা-
কর ভাষা করিলেন, তৎকলে সন্যাসী ভাষাভিগের মধ্যে সন্যাসী

মুক্ত ও স্বাধীন সমাজের কার্য কি ? জাতি বন্ধন কাটি দিতে
আগবস্থা সমাক সম্মেলন দ্বারা রাজ্যকে বিজ্ঞাপন করিয়া ।

শ্লোক । আদৌ ধর্ম দ্বন্দ্বমানী দ্বিতীয়ের বন্ধনামিনী ।

তরুর ভূতনাথের চতুর্থ বন্ধন বিচার ।

অন্যার্থঃ । পড়ার । অধমের বিশ্বাসি বৈদ্যনাথ ব্রহ্মগণী ।
সেতে নতীয় রক্ষা করিলেক নারী । তৃতীয়তে ভূতনাথ চৌবন্ধ
কারী । সের রাধি দার বধ কি রাজ্যনিহারি ॥

অন্যার্থঃ । ভক্তি হইয়া ভূনাথ করিলে ছাড়া ভূতনাথের ব্যর্থ
দৃশ্যে বিশ্বাস হয় । নাদু কার মদারাজ অধমেরে গমন কর
অন্যকে আপনি সমুদয় দষ্ট করিবেন । ভূতনাথ মনিস্বরে আ
নন্দ গমন করি বিবর্তের কৃত্রিম পুণ্যে কৃত্রিম দেখিলেন । ভূনাথ
দ্বন্দ্বমানী জাতিয়া মূপ নদয় হইয়া চাহার ভাব্যকে দেওয়াইলেন
নাদু নরেশ পদে মত শর নতি করিয়া সম্মানীর প্রতি হইয়া প
মৌলিচ্ছদ করে পদবীর স্বর্গে অগ্নি ক্রীড়ার আশঙ্কিত করি
দ্বিতীয় উচ্চহাস্তে কান করণ করিবেন । মদম মৌলিকে অজিত
কন ভূমি তরুণ সম্মানী এবং ধর্ম ধর্মকারী । ধোণা নাক করি
কহে বৈদ্য মঙ্গল ওৎসাহু মঙ্গলত নামাক হুতচিহ্নে অধমায়
করি কারণ জ্ঞানার মৌলীর প্রতি বধ দেয়া দশাইতেছেন মূল মঙ্গল
প্রতি অনবধান । যেহেতুতে ধোণধর্ম বজ্রন দয় তাহা মর্কে করিবে
কবিতার দ্বারা অধিধান ।

যোগী উক্তি । শ্লোক ।

মীরজব্বানী মরণময়ী রমিকা কামিনী বরটগামিনী ।

বদন মবতী বাচয়ে শুরভি কিং বাগ বৈরাগ্য কিং

যোগানি প্রতি ॥

অন্যার্থঃ । মৌলীর মরণময়ী রমিকা কামিনী বরটগামিনী ।
বদন মবতী বাচয়ে শুরভি কিং বাগ বৈরাগ্য কিং
যোগানি প্রতি ॥

এক জনের বহুত্ব মহাপতি' নত মৌলিতে রহেন এক সভাসদ
একটি কহিতেছেন, হে যোগিন্দর ! তুমি যথার্থ জ্ঞান পরিচয়
কৃপার কহিতেছি তোমার চিন্তা কি আছে । অনন্তর মদন
কহিতেছে যৎ কৃপার মদনাত্ত্ব হইবে তৎ কৃপা তির অন্য অনুস্মায়ন
যা বলি পুনরুদার যোগী শ্লোক কহিতেছেন ।

শ্লোক । অর্জুনেহ রূপা মৎ প্রতি বিরূপা পরেতে কি
করে অপরের কৃপা না করেনো । প্রিয়সীপতির
প্রয়াসি তাজির জীবন জীবনেতে পশি ॥

অসার্থ্য । পয়ার । বনিতা বিরূপা হলে ঘটে যে বহুত্ব । অপার
বিলে দয়া তাহাতে ঘুচেনা ॥ পতি প্রেম প্রয়াস না কর রমণীর
লক্ষ্য তাজির আশ প্রবেশিয়ে নীর ॥

বৃপতি অজ্ঞার রস গদ্য । বর্ণন ক্রোধে প্রচণ্ডকৈ ছায়া কিস্ত
পতি অজ্ঞা করেন । এই যোগিনী সহ তত্ত্ব পাবন্ত যোগী দ্বয়কে
দ্বন্দ্বক পৃথক কাগ্যগাবে করাহু দ্বিতে শৃঙ্খলা নভে রাখ মরপাণী-
মণে নগরপাল জতি প্রক্ট কাগ্যগারহু করিলেক তদ্বাণীকিতে মাধু-
র্যক ভাব ॥

বহুত্বদ্বিতের সাধুরীত দ্বিত্ব বহুত্বের আক্ষেপ ।

ভাগিনী বাহার । ভাল ভেওট ।

কি হইল বসন্ত উদয়ে, অরশর বিকিল সরলা
হৃদয়ে । কোকিল কুহরে, অবশে জ্ঞান করে, মধুপ
বন্ধারে সুকুমে, একে মোর পথর মন্দ, তাহাতে
হৃদয় মন্দ, মনরা বহে মন্দ মন্দ, মন মরে ॥

পয়ার । হেমন্তের অস্তকালে বসন্ত উদয় । শুভ্রাজ দৈন্য সহ
আকীর্ণ সমুদয় ॥ তরুণ তরুণ পল্লব সুশোভিত । তরুপরে বসি সুখ
স্বপ্নক পরভিত ॥ তাহে বহে মনরা মারুত মন্দ মন্দ । পতিরতা সুখ-
বিশিষ্ট বিহার মন্দ ॥ বিকট কুসুম কলি হইল কানরে । জায় যি
কলি কুহুর আনবে ॥ কুসুম কার্যক লয়ে সাধে বজির । তা

2000

পুরী শিবদেব আরে বাধন বাধন ॥ জনৈক শিবকর্ম করে গুরুত্ব ॥
 তিনি মনোহরবে চক্ষু দেখে কুহ ॥ বসে কুলে বসে কুলে ভুজ বস
 যায় ॥ এমত বসু বিদ্যুৎ আতলে শুকায় ॥ তবে এতী নতিন তথ
 কপালে জাগর ॥ এইখ বিধি করে বিধি কইলে বিজয় ॥ ১৪৭ ॥ নব
 জলা বল কত সবে ॥ জরক জরনী আদি বান্ধে হলো সন্তে ॥ এতরী
 নাশে হরি করিতে প্রহার ॥ করিল মাতঙ্গ শিরে পলায় বিহার ॥
 শিরি আণ বায় প্রাণমাগে কেবা শির ॥ বলিতে বলিতে বিবে চক্ষু
 তনিক ॥ অধরা কইয়ে ধনী দরায় কুঠিতা ॥ দেবে এতিনুতা তরে
 কই কুঠিতা ॥ ত্রপা জঙ্ঘি প্রোভাভাবে কলো উভা দিলী ॥ ১৪৮ ॥
 জগে পাছে ময়ে বিনোদিনী ॥ এত কই ॥ উভা পুরী জগে মাধু-
 রায়ে ॥ জঙ্ঘি কুলে দেব মগ ॥ হলো শিরে পীত ॥ বৈ কে বসু মনে
 ধনী উটল জমনি ॥ মল কোথা ছিলে দুঃখ প্রাণ গুণমণি ॥ ১৪৯ ॥
 মল কই বলি মছপায় ॥ দেব বল জিহ্বাক হস্তধর শাস্তি দায় ॥
 উভল পায়ে ধনী পূজা দ্বা লয় ॥ জগতী উপনীতা কামিনী
 কামর ॥ পতি আর্খিতা হয় মানসে পূজা করি ॥ শিবনী জ্ঞান কামি
 শিব হওনো শঙ্করি ॥ ১৫০ ॥ হইয়ে শব্দ শব্দ মাধব কামী ॥ শিবামী
 মগ বা মোরে কপিতে কুখারী ॥ দেব মগ কয়ে লৌহের শৃংখলে
 শৃংখলা মাণিকা বসি করে কুল বসে ॥ প্রতি কর সতীরে উদ্যত
 পায়ে কাঁস মহাকালকান্তা পদ বসে ॥

ପ୍ରଭାବେ ନାହିଁ କହିବା ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ।

লোল ভোঁটকরুণ। বসন্তে জুগয়াতব নিভাঃসি। প্রাণান্তে
 ভাস্ত্রভাঙ্গকরাগিনি ॥ মণেঙ্ক-বাণিতে যোমেন্ক-মোহিনি। নিভাঃ
 সিত নিভাঃবাগিনি ॥ কারান্তককান্তা বা বৌদিবাগিনি। কী-
 তং মগবা বাবর পাগিনি ॥ অকুরে ভাণিতে অসিতা রাগিনি। বি-
 ন্দা কিনরা নবর বাগিনি ॥ সুশ্যামতা কটিতে কয়ের কিকিণী।
 বাণী বৌদিবী কাকিণী বাগিনি ॥ যোমেন্কবাগিনি সুশ্যামবাগিনি।

মদনমাধুরী।

নিরবি নিঃশব্দ নীরবহরী ॥ জীবিত পদাঙ্ক চাহে বা হৃদয়। ভজন
পূজন শুধন না জানি ॥

মাধুরীর প্রতি কালী সনরা কইরা কহেন।

ত্রিপদী। তবে তুমি হয়ে শ্যামা, বলে তনু ওগো রামা, তব পা-
বুজ হবে ঘরা। ও মাধুরী গুহে বাস, কি ক্ষুদ্র উভয়া তও, পারে কা-
ইওনা কাতরা ॥ দেবীবাচক। শৈবী। ধরি, শূন্যে চলিল মাধুরী, মান
সেজে ভাবে কালীপদ। বলে যদ্য তরি শিবে, পাঁচ ত্রিপুরা নাশিবে,
হাসিবে জনকের আশ্রয় ॥ অন্তরঙ্গ অন্তরালে, রাজ্যায় পবিত্র
চলে, সঙ্গে মধী সহিতা কিঙ্করী। হেথায় বসি নশিবে, মদন হ্রাসিত
অন্তরে, আশ্র মনে কটর খেদ করি। ছিন্ন যোগ উদগূর্ণ, সে আশ
না হলো পূর্ণ, পড়ি অশ্র উনপান হইয়া। বিপ্র বাস রসে পুঙ্ক, অশ্র
সের প্রায় লুপ্ত, যোগ মিথি করেই কুশল ॥ গণ্য মান্যে যে আশ্রয়
লীচকভাজে নিশ্চয়, মানাধুরি যোগ্যদের প্রিয়। কইয়ে দামোদর
হাস, কুবাকো করে উন্নয়, লাগুত প্রকাশ পদপ্রায় ॥ মিলে যেতে না-
থিক, হয়ে সামান্য পবিত্র, করিলাম কুণ্ডল মনন। অজ্ঞা করি
কাশী, হেথা কুত্বে প্রকাশি, উভ পদ হইল মনন ॥ ইচ্ছা
রজ্জা, মুকতা যতন সজ্জা, করি আছে অন্তরে মননে। দেব মনন
ব্রহ্ম, মুকরে কতিরা বাস, সখ্যু নচে হোড়অদলে ॥ হয়ে পদ
সম্মানী, বোগধর্ম নব নাশি, যার লাগি বাস ভীমা বাসে। মনী,
অন্তরালে, দেবা নাই অন্তকালে, অন্তরহু নাহি ভানবামে ॥ বা হান
হাস করিণী, সুখের অধিকারিণী, জানা গেল শেষ ব্যবহারে। উভ
পড়িবে ঘরা, এ বিচার কোন খারা, রামা সুখী আশ্রয় প্রহারে ॥ প
কথা বস বাস, পর কাপড়ে সুখায়, হয় পর সাধন পাঁতকী। মুখ
কল্যাণত বনী, অশ্র ইহা নাহি জানি, নারী হবে জীবনঘাতক
অনন্ত করি বিদেশে, সে এমনিবীর যোগে, রাজ্যদেশে অকাল পতন
সে অশ্র নহই যশা, সে নাহি করে জিহাসা, অকারণ ভয়িত বত
সে অশ্র নহই যশা, সে নাহি করে জিহাসা, অকারণ ভয়িত বত
সে অশ্র নহই যশা, সে নাহি করে জিহাসা, অকারণ ভয়িত বত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টম অধ্যায়ঃ শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যঃ

রাগিনী বিবর্তিতা । ভাষ্যঃ ১০০ ।

সেবকে দ্বাধ পাবকে কৃপা করি তার হর । এ বৈদ্য
হইল দাহ নিজ গুণকে নিস্তার ॥ তাকি হৈ পক্ষি
নিপদে, স্থান দেহ ও শিশু, শ্রীহরি বলে সম্পদে
মজা ও মা মোরে আর ॥

যোড়শাধিকারী জন্ম । বনো বন্য দেব দেব যোনি পোব হরে করে
মলকাল সাধনোভে কাম্যকালে কাম্য করে । বৃন্দাবন ১০০৬ যানে
বিবধরে । ভবনদী কর্ণধার মুহনদী শিরে ধার ॥ ভীতাত্মক বিজ্ঞ
পক্ষে সেক্ষত্রাক গলেধরে । বিনয়র নন্দনর বাসায়র কটি ধার ॥
কৌরবীকৃত জ্ঞানক শিবার শোভিত করে । সন্তিমত ভূতি কত শ
কি কহে করে ॥ আত্ম ভব লবনে কাম্য করে শোভিছে ভ
ধর । বৃন্দাভীকুলে প্রতিভূত কি মোক্ষ হ শরীরে ॥ কি অদ্বৈত প্রম
নথ বজ্রধ মণি ধরে । কোণেশ ধোরে রাখিত মলী আশানে বিক্রে
মকর কিকরে তার খোর পকট বগরে । উদ্যতরণ তব চরণপদ
ভবে ভরে ॥

তৎপরে দশাধিকারী বক্তব্যঃ

দেহি ধামে শঙ্কর অরণ্য । বৃন্দাবন বাসনা অরণ্য ॥ কল কে বর
ভব বরণ ॥ কলুর অকাল মরণ ॥ ও অকল রোণি শৈল বরণ
কলাম তব বরে বরণ ॥ দোহ ভুট অকল কল ॥ মন অস্তি মন
দরণ ॥ অস্তিবারে ভরী, শ্রীচরণ ॥ ভাষ্যঃ ১০০৭ ১০০৮ ১০০৯
অসহ ব্রহ্মীভূত কারণ ॥ বসু বাক্য ভব কিরণ ॥ এ কপা আশে
প্রাণ ধারণ ॥ বিনয়াদুরি কর ভারণ ॥ বিনয়ে বনে উদ্যতরণ
দিনে হর চরণে চরণ ॥

পয়ার । মনোবৈকৃত্যে মনোবৈকৃত্য মুখ্যমত । দেহবাণীতে বজ্র
দ্বাধ অবনয় ॥ কি ভয় ভোমার জুনি কণ মন ভক্ত । কল্য ভব
মুখে হইবে বিবৃত ॥ বৃন্দাবন বৃন্দ কাম্য সাধন অদ্বৈত । আশে
নন্দন কর করিল আদর ॥

বানীয়ে বর দেয়াতে যোগেন উদ্যোগী ॥ বুঝনীতে রাজন পৰ্য্যবে
 দিয়া যায়। ভরকর হুতি শুলি খলন, কেহায় ॥ ওরে হুত মহীপাল
 কৰ্ম্মা করিলে। চৌর বলি শঙ্করের কিঙ্করে ধরিলে ॥ মে যোগীর
 মনে বসে। পেলে বহু পুণ্যে। করে না ভোমারে ভয় নগরের জন্তে ॥
 মাই ও জীবনানির বলি ভয় ছাড়ে। জরোঁনে যোগী হয়ে বন্ধন ঘুচাও
 কৈল হুতের হাতে পঞ্চভুত হারাইবে। বিরক্ত কর্তৃক নৃপ মনুঞ্জে
 করিলে ॥ নিদ্রা ঘোরে কতকগুলি হুত দুষ্ট হয়। তবে ভীত হয়ে ভূপ
 জামরাম লয় ॥ ভীমবলে সুনিদ্রার বিচ্ছেদ হইল। বামার্জ্জুন পত্নি-
 রাণে জিহাষা রহিল ॥ ভয়ালু হয়ে ভূপ-ঈশ্বরে অস্তে কত। অনেক কন
 পত্নেতে ফণা হলে গত ॥ সুত্তর মনেতে নৃপ নভায় বসিল। মস্ত্রি অ-
 ন্যাত্ত আত্ম আশিতে আশেনিল ॥ ক্রমে যতাসদগণ হইল নভায়
 নৃপ বসে হুত কর্তৃক করিল সমস্ত ॥ রাজা বসে এক জন জটীয়ারী
 আসি। প্রহার করিল ঘোরে স্বধরণ আসি ॥ বহু ক্রাস দর্শাইত
 দ্বিজীকৃত জন। মহিলে ভোমার বংশ ধ্বংস হবে তুর্ন ॥ এত শুনি
 ভীম মস্ত্রি সুবদ্রণা বলে। তর দল হল বিপদে মে যে দৈনন্দনে
 আনার মন্ত্রণা ওম মহেশ্ব তুপতি। যোগীরে মাধুরী পতি কৈল
 প্রজ্ঞাপতি। একে নভায় যোগী আনক বতনে। তোম ভারে সব
 হয়ে শূন্যক প্রভবে ॥ এই বত হুতি করিলেন সর্কজন। যতাসদগণ
 সহ উঠিল রাজন ॥ সন্ন্যাসী আনিতে রাজা চলিলেন বসি। জীউ মা-
 ত্রিণ বলে হলো এ সুবিধি ॥

রাজা কারাগারে যোগির নিকটে বিদায়।

কথা শুনি। শ্রুতি সকলে কারাগারস্থ যোগী বন্দন কর্তৃক বসে বিদায়-
 পূর্বক যোগিকে কহিল, যে যোগির আমি কৃতাপরাধী ও ক্রতুবিধীন
 হইয়াছি। তুমি আমাকে বিদায় কহিয়া গিয়া অশ্রুচোরে পতিত হইয়া যাই। -মম
 হৃদয়ে তুমি কখনো বহু। অকল্যাণে নবল। আশ্রিত হয়ে বিরহিতরূপে বি-
 দায় করিয়া যাই। আমি এমন দুঃখ কর্তৃক জড়িত হইয়াছি। যে পর-
 তপন করিয়াছি। তুমি আমাকে বিদায় কহিয়া যাই।

[illegible]

নব্বইটা নব্বইটা মতায় বধা বোকা দুইটা পংক্তিপূর্বক বসিলেন,
তার শোভা দেখো জীবিত সত্ত বস্তু নয় ।

মহনমোহুরীর বিবাহ ।

রাগিনী মুরভী : ভাস কণমানি ।

কি উদয়ে সূর্যের উদয়, চুপে অশ্রুত স্তম্ভ নয় ।

অভিনব ভাষা লাল প্রভাব বাড়িয়ে উভয় ॥

বড়বিলম্ব । সুসভা নিম্নাঙ্গ, নব্বই নিম্নাঙ্গ, মহান সমান । কি
জগত সত্ত, মূপমুত, সত্ত, তেজ প্রিয়জন ॥ কান্নে মনি ধনি, শাস্ত্র বি
বিনি, ভগ্নোদয় মনি : মানিছ মল্লকী, জর্জরী কেতকী, পাই পাখ
কেতকী ॥ পাই ছি মিলিত, মিলিত জনক, মানি মুর নয় । বড় বাদ্য কান
জুপে বাজা করে, ধুম দগ্ধ করে ॥ সামান্য বিবাহ, অস্বপতি
এলো অস্বপতি : করে উভয় সত্ত, অস্বপতি লিপিত, নিম্ন অস্বপতি
জাজর অস্বপতি, মনি জাজর অস্বপতি কান্না মনি ॥ জর্জরী বিবাহ, মনি
মনি মনি ॥ তেজরী বিবাহ, মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি
মনি মনি ॥ মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি
মনি মনি ॥ মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি
মনি মনি ॥ মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি
মনি মনি ॥ মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি
মনি মনি ॥ মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি মনি মনি, মনি
মনি মনি ॥

যোগির অট্টা মুক্ত ও বহনজা ।

মহান দ্বিপদী : তবম বহনজা মুক্ত, মনির জাজরী মুক্ত, কহিছ
মনি মনি ॥ যোগির অট্টা, মনির বহনজা, মুক্ত করের মনি ॥
মুক্তি অস্বপতি, মানিত চলিত জাজর, যোগির মনিটে উপনীত
অস্বপতি করিয়া পাই, বলে মনির মুক্ত, মনিটে অট্টা করের বহনজা
অস্বপতি বহনজা, তাজ বহনজা, বহনজা করিয়া পাই ॥ মনি
মনি মনি ॥

কোমল করি কল্পন, জটা করিব কল্পন, সতপথের প্রতিপদ
 শুনিয়া বলিছে নাই, মোর কিছু মোর নাই, রাজ্যদেশে করিয়ে
 কহে মন্ত্রিণীতনয়, ভূপাশে তাজা ময়, জটায় কি আরো
 বক্ষ পরি তাজি বাস, আর জমা তীর্থবাস, সে আশা হইল সম্পূর্ণ
 শুনি সবার বচন, হৃদয় করি কোচন, সুখ বর করি কইন। ভূপক
 সম্ভাবহার, দেখে তাজি মানো পার, জটায় তার মুড়াইন ॥
 কোমল বরণ, হেলা বরণে বরণ, নগর ভ্রমে হানি করে ॥
 যায়ে সাজে, বাজি হেলায় বাজা সাজে, চতুর্দশিতে উলু পড়ে
 কামিনী হেরে গরাক্ষ, বরে কত করে বরণ, আর ॥
 ভূপক জয়ী কল্পন, তার বে নাশিল মর্প, হেম জমায় পোষে পতি
 সমস্ত নগর কিরে, বিবিধ উৎসাহ পরে, পাশে বায় পাখির পুর
 আসি মত পুরবালা, লইয়ে বরণ ডালা, মুখ বরে বরণ কাম ॥
 করে কল্যাণ, বেদন আছে বিধান, তৎপার হয় জী-আচার ॥
 বাক্যে বাজ করে, কহে অজ্ঞাত প্রহায়ে, পুণ্য মত চোর আকার
 মুখ হলো গুণ পাক, ব্যাধি রূপে সপ্তপাক, কবেদ বৈ ভি বত
 বিদায় সমাপ্ত পরে, সুমঙ্গল কর ধামরে, উৎসাহে বিজয়

মনন মাধুরীর বানরে মনন।

রাগিনী জৈরনী। তাল আড়া।

কহে নীপ জনাবিনী বলে কি ছিল না মনে। মন-
 শন জ্ঞান করি দিসে জগদ্বন্দ্ব মনন ॥
 বর কহ, হলো প্রকাশ পরিণয়, আর বেন বিচ্ছেদ
 মন, এই বেন থাকে মনন ॥

উলু একাবি হুদ। বাসর বাসে প্রবেশিয়ে মনন। হুদ
 কহে যুবতী মনন ॥ কি কন জোয়ার জামা জটায় নবী।
 মনন বাসী মনন ॥ হুদে বাসে হুদে সহকার। হুদে মনন
 মনন জর্জরিত ॥ হুদে বাসে হুদে হুদে সহকারে। মনন করে
 করে অপরে ॥ তব মনন জটায় নবী হুদে মনন
 পদে মনন ॥ হুদে মনন মনন হুদে মনন। মনন মনন

महामाधुरी ।

কৌতুহল প্রদান করিয়া সুশিক্ষকরূপে গুরুত্ব হইয়া না, হরিদাসনাগিরি
উপবাসীগণকে সুশিক্ষণ পারণ করাইলে যে কল ইহাতেও সেই ফল
হয়। মূলোচনা পতিবাক্য অবশেষে সানিশয় তুষ্ট হইয়া হোড়জানন
মনাকহামা করিয়া কৌশলাগুবকে উত্তর করিতেছে, যখন প্রতিপদে
হাত হইয়া সমস্তও ঘটনা তখন উপবাসীগণের পারণ হে প্রাণবল্লভ
গুরুভক্তি কি আছে, অসমসের স্বাধীন মৌরন সমস্তের পক্ষাশাস্ত্র অধুন
অধিনী পক্ষাশাস্ত্রান কোঁড়া ঘটিকার দিনে পরিবর্তিত হইল। এনি
আশ্চর্য্য আপমি জীবনের পর ছায়া পদ নিমিত্ত বসন্ত করিয়া
কণার পর শায় হার্মন পরিবর্তিত হইল।

[illegible]



References

20

Abstract

L



1



রাজার নিকটে মদনের পরিচয় ।

পরার । এই মত কত মত কৌশল বিশেষ । কামিনী ছাড়িল
 যামিনী জানি শেষ ॥ নিশিতে ধননী ভূষে প্রভূষে মদন । উপনী
 হৈল আসি ভূপতি মদন ॥ কিঙ্করে 'মহুজ' করে মহেন্দ্র রাজন
 দসিবারে দিল বহু রত্নসিংহাসন ॥ সভা মধ্যে বসিলেন নৃপতি অজ
 ক্রৌঞ্চিগণ মধ্যে যেন শোভে মত্ত গজ ॥ ভূপতি উপািল হয়ে কহিলে
 নিশ্চয় । আজ তত্ত্ব মত্ত করি দিবে পরিচয় ॥ নাম দাত পার্শ্ব
 কোন কুলোদ্ধব । কত দিন কাল প্রাপ্ত বাগিদ বৈভব । পশ্চাৎ
 করি ভয় পাইয়ে কি ক্রান্তি । জোজনাত্রে হইলী কল্যাস বর । অতি
 ০০ হক সে হক বাণী সব মন ক্রান্তি । তৎক্ষণে কনি বহু গুরুজন বটি
 পত্নীভাতে সবিমর্ষে হইলী নন্দয় । নিজ প্রভু মদন কহিল এমুদয়
 কাম্পাস্ত্রমগরে বাস করিছে রাজ । মদন পদার নাম হই তাঁরাজ
 যখন ময়ূর হৈল পঞ্চদশবৎ । কন্যার্থ স্বাত্ম ভাষা । মত করি পরামর্শ
 বর তাঁহে জানি হই পরাগসীমাসী । মদ্য মদ্যনাদে সেবা মনে ভালবাসি
 দেবে এক দিগ্গজ কত পণ বিবরণ । আনন্দকানন তুলি গগের কাবরণ
 সে পণ করিয়ে সিদ্ধ হলেন তন্তর । যেন প্রাণে বিদ্যুৎ বিদ্যুত
 অত মাত্র নৃপতির খুদেহ শীতরে । স্বীয় ভাগ্য মীমা নাহি হরে করে
 করে ॥ বখাৰ্ধ পাইল জামাতার পরিচয় । বলে পূৰ্ব পুঞ্জ পুণ্য ছি
 যে মজয় ॥ মানে গুণে শীত কুলে কাম্পাস্ত্রের পতি । তাঁর সূত হই
 যে মম নৃপতি ॥ পণ যন্ত ধন যন্ত আমি পলা যন্ত । মোর প্রতি প্র
 পতি হলেন প্রমত্ত ॥ বীরবাহু মহারাজ হৈল বৈবাহিক । সুখে
 যাপন হবে আপন অধিক ॥ গুরে বাপা দিগ্গজ ভূপতি মদন ।
 জানি কিঙ্করে করে করেতে বন্ধন ॥ সে সোণ মাংসজনা ভূমি কর
 চিত্তে । কুজন কুবাক্যে মজহিলাম কুকৃত্যে ॥ ঘুচিল আমাকে
 বিধির বিড়ম্বন । উঠি মদন বন্দন করয়ে চন্দন ॥ সুখের সমুদ্র বা
 হুখের লংঘন । শব্দে জামাতা দৌড়ে করে আজিজন ॥ সুখে
 নাহিক নীমা কত হর্ষ ঘটে । সাত্ত্বিকালে হর্ষ যেন করে পূর্ণঘটে
 হরি হর্ষে বাজায় বংশী কনি বংশীরটে ॥ বংশী শুনে গোপচিহ্ন

কহিও হুঁ মনোমোহন! সংপ্রতি জগৎপতির এইরূপ একদা
বটে কিন্তু ~~কিন্তু~~ বহু দিনের অনন্য অনন্যকে মগন না করিয়া
চলারবে ভাসমা। ~~কিন্তু~~ এত ছি এবং চার্লিক কুচ্ছটিকার আদ
এত ছি কোল পিতৃ-পুত্র-পাইতেছি না, অতএব কে নরপ্রেমী।
নাকে কহায় গুরু গন্ধের অমৃতের। রাজা আনাতর এত
নাকে শ্রবণে কামচিক চিত্তা করিয়া দেখিলেন যে ইহার মন
কম রাজী গমনে উৎকর্ষিত হইবারে ইহারে আর ভাষার
কমলা নাই। রাজা একদা চিত্ত করিয়া কহিলেন, মদন
কুলিত ~~কিন্তু~~ না, অমৃত কলা কি শ্রবণ দ্বন্দ্বের মতই হইয়া বা
কহিও মদন মহাপ্রাণের মন কেবলো সান্তিগত আনন্দ
ইয়া শ্রবণ চিত্তা, গন্ধের মতই হইয়া

對黨對社會主義事業的忠誠和誠實。

সাক্ষীগণ: ১৯৪৮, ই.ন.অ.ড।

‘निवृत्तजन अदि नाग निवृत्त जन, १०२ पृष्ठा, विमल

ମାତ୍ର ସିଂହ ଶାସନ ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ : ୧୧

काय नह दुःखभाषणिक, १९०३ : २, पृष्ठ ७,

উন্নতিসাধন করিতে পারিলে কল্যাণের পথ প্রশস্ত হয়।

পরাণ। মঙ্গল। ওমাংসাং কংসং। যাদুদীপ্ত স্বাসে বলে
মহাচরন ॥ নিবাসব দেশাংসুত্রে চ কলা জীবন ॥ ত্রিগুণি জ্যোতী
মহীতে জেব ॥ যুগান্তে জাহ্নবীতে ॥ ১০ ॥ মঙ্গলী ॥ জনক জননী
দেবোন্মাদি ১১ ৥ কংসী ১২ ৥ কংসী ১৩ ৥ কংসী ১৪ ৥ কংসী ১৫ ৥ কংসী ১৬ ৥ কংসী ১৭ ৥ কংসী ১৮ ৥ কংসী ১৯ ৥ কংসী ২০ ৥ কংসী ২১ ৥ কংসী ২২ ৥ কংসী ২৩ ৥ কংসী ২৪ ৥ কংসী ২৫ ৥ কংসী ২৬ ৥ কংসী ২৭ ৥ কংসী ২৮ ৥ কংসী ২৯ ৥ কংসী ৩০ ৥ কংসী ৩১ ৥ কংসী ৩২ ৥ কংসী ৩৩ ৥ কংসী ৩৪ ৥ কংসী ৩৫ ৥ কংসী ৩৬ ৥ কংসী ৩৭ ৥ কংসী ৩৮ ৥ কংসী ৩৯ ৥ কংসী ৪০ ৥ কংসী ৪১ ৥ কংসী ৪২ ৥ কংসী ৪৩ ৥ কংসী ৪৪ ৥ কংসী ৪৫ ৥ কংসী ৪৬ ৥ কংসী ৪৭ ৥ কংসী ৪৮ ৥ কংসী ৪৯ ৥ কংসী ৫০ ৥ কংসী ৫১ ৥ কংসী ৫২ ৥ কংসী ৫৩ ৥ কংসী ৫৪ ৥ কংসী ৫৫ ৥ কংসী ৫৬ ৥ কংসী ৫৭ ৥ কংসী ৫৮ ৥ কংসী ৫৯ ৥ কংসী ৬০ ৥ কংসী ৬১ ৥ কংসী ৬২ ৥ কংসী ৬৩ ৥ কংসী ৬৪ ৥ কংসী ৬৫ ৥ কংসী ৬৬ ৥ কংসী ৬৭ ৥ কংসী ৬৮ ৥ কংসী ৬৯ ৥ কংসী ৭০ ৥ কংসী ৭১ ৥ কংসী ৭২ ৥ কংসী ৭৩ ৥ কংসী ৭৪ ৥ কংসী ৭৫ ৥ কংসী ৭৬ ৥ কংসী ৭৭ ৥ কংসী ৭৮ ৥ কংসী ৭৯ ৥ কংসী ৮০ ৥ কংসী ৮১ ৥ কংসী ৮২ ৥ কংসী ৮৩ ৥ কংসী ৮৪ ৥ কংসী ৮৫ ৥ কংসী ৮৬ ৥ কংসী ৮৭ ৥ কংসী ৮৮ ৥ কংসী ৮৯ ৥ কংসী ৯০ ৥ কংসী ৯১ ৥ কংসী ৯২ ৥ কংসী ৯৩ ৥ কংসী ৯৪ ৥ কংসী ৯৫ ৥ কংসী ৯৬ ৥ কংসী ৯৭ ৥ কংসী ৯৮ ৥ কংসী ৯৯ ৥ কংসী ১০০ ৥

পুহিতে পিপাসা শুকড়া হৈল নীর ॥ বিশেষ অশেষ ক্লেশে গেল
 জ্বলিল। দুর্দিন দুটিয়ে দিনপ্রাপ্তা হই দিন ॥ যদি বিধি মনোবাঞ্ছা
 রিল পূরণ। কিছু দিন থাক বসু এই নিবেদন ॥ সাগর সিঞ্চিয়া
 দুধ পাই বহুকলে। পুষ্পেতে শুকড়া হলে পরেতে কি কলে। শুদ্ধি
 লে নৃপনৃত শুনলো সুন্দরী। পিতৃধাম তাজা বাছা নাহিক তোমারি।
 হিতে পিতার পুরে হৈল মম মন। মনে করে মনে রেখো করিব
 মন ॥ দেব প্রিয়ে তুল নাহি বলে পুরাতন। মূত্রে সঁপিলে মন-
 মর্দ পতন ॥ শুনি ধনী ছিছিধনি করে অবিরত। লম্পট পুরুষ মদ্য
 স্বধনে রত ॥ আশ্র মন সম মন দেখে স্বাকার। ধর্ম্মাধর্ম্ম সমতারে
 রে একাকার ॥ যখন করেছ কাঞ্জ কুবাকা প্রমদ। যথা বাবে তথা
 বনা ছাড়িব মজ ॥ মদন বলেন প্রিয়ে কোম দুখি মন। মুখাত
 হামার মন বলেছি এখন ॥ জীউখাচরণ বলে কি তার বেদন। অক-
 পুরপা কড়ু ছাড়ে কি মদন ॥

অমরক ও উম্মাধুরীর প্রকাশ্যরূপে বিবাহ ও মদন

মধুরীর সহিত স্বদেশে গমন।

অনিমী বেকাগ। ভাল আড়া।

নাথ তেজঃ দিমতি, সমঃ চুপকর কর সুখের উল্লসি।

না তেজঃ এ দানবেরে, বস কর নিয়া শিকরে, দিগন্ত

প্রিয়সী।

ত্রিপদী। লম্পটী তেজঃ করি, মুখেতে ভুঞ্জি শরীরী, তাহাতে
 টিয়া মদন। আতঙ্কিতা করি মুখে, নিজ মনেও কোতুকে, উপনীত
 পতি মদন ॥ এগতি করি হস্তরে, বলে মন্তোষ নিস্তরে, নিবেদন
 রি জীচরণে। স্বসখা মজ্জিতনয়, হলো কল্প পরিণয়, মাধুরীর মধে-
 তি মনে ॥ মনোমধ্যে এই আশ, যক্ষকত সুপ্রকাশ, পরিণয় দিব
 যার। শুনিয়া মহেশ্বর বার, বনপ্রীতাকি শ্রুয়ায়, কহিলেন সকল
 কার ॥ জানিহু আগাতা বাক্যে, আবার জানাতা মধো, তব মৃত-
 তি বরণ ॥ গোপনের কর্ম ময়, ব্যক্তে চাই পরিণয়, কর তার প্রবা-
 হ ॥

মদনমোহুরী

আইল। করে যত্নে আরোহণ, যে যে দ্রব্য আরোহণ, শিরসে
নিমজ্জিল ॥ সবে পরে নদবাস, সুখে করে অধিবাস, করে কটী
চাক মত। পরে বিবাহের দিনে, মদন সে প্রেমমদনে, বরনাম
মনমত ॥ আরোহণ করি যান, নগর কিরিতে যান, সঙ্গে যার
নাচা বাজি। বরযাত্রী সঙ্গে পরে, কটী পোষাকাদি পরে, কেহ
কেহ চাক বাজী ॥ কিরিয়ো ভাসল আস, পাঁচ লয়ে সন্নিধান, উ
ঠিল মদন। কন্যামান স্ত্রী-স্বাক্ষর, বরযাত্রী কুলসংগ, করি করে
সমালোচন ॥ প্রেমমদন উচ্চাত্মী, বর কন্যার পদে, নান্যেতে করিলা
শ। উভয় বিবাহ-সম্বন্ধে, কথোপকথনে, অস্ত্রেরে, অস্ত্রেরেতে সুখের
শ ॥ যত্নে পুণ্য গিলা, সাধু অম, নান্যকির্মা, নিরাক্ষর, গবাক্ষর
স্ত্রী উচ্চাত্মক পদে, যাক নোহে, সে পদে, বর কন্যার কলপ পদে
প্রেমমদন এ উচ্চাত্মী, পুণ্য গিলা অম, নান্যকির্মা ॥

গদ্যছন্দ ॥ এক প্রাচীন কতিপয় জিবির চর অধর্শনানন্দে মগ্ন
জীবন সৃষ্টি করি মনোহর কইরাছি। ১০০০ বর্ষের অধিক
সময় ধরিয়া, সজ্জা করিয়া, কুলসংগে, কন্যার বসি। বিবাহ
সম্বন্ধে মদন হইয়া, অধর্শন কন্যার পদে, বরনামার
প্রাণবল্যে, প্রাচীন প্রাচীন বিবাহের আভাস দিই করিম। পুণ্য
গিলা সাধু অম, নান্যকির্মা, নিরাক্ষর, গবাক্ষর
স্ত্রী উচ্চাত্মক পদে, যাক নোহে, সে পদে, বর কন্যার কলপ পদে
প্রেমমদন এ উচ্চাত্মী, পুণ্য গিলা অম, নান্যকির্মা ॥

গদ্যছন্দ ॥ এক প্রাচীন কতিপয় জিবির চর অধর্শনানন্দে মগ্ন
জীবন সৃষ্টি করি মনোহর কইরাছি। ১০০০ বর্ষের অধিক
সময় ধরিয়া, সজ্জা করিয়া, কুলসংগে, কন্যার বসি। বিবাহ
সম্বন্ধে মদন হইয়া, অধর্শন কন্যার পদে, বরনামার
প্রাণবল্যে, প্রাচীন প্রাচীন বিবাহের আভাস দিই করিম। পুণ্য
গিলা সাধু অম, নান্যকির্মা, নিরাক্ষর, গবাক্ষর
স্ত্রী উচ্চাত্মক পদে, যাক নোহে, সে পদে, বর কন্যার কলপ পদে
প্রেমমদন এ উচ্চাত্মী, পুণ্য গিলা অম, নান্যকির্মা ॥

গদ্যছন্দ ॥ এক প্রাচীন কতিপয় জিবির চর অধর্শনানন্দে মগ্ন
জীবন সৃষ্টি করি মনোহর কইরাছি। ১০০০ বর্ষের অধিক
সময় ধরিয়া, সজ্জা করিয়া, কুলসংগে, কন্যার বসি। বিবাহ
সম্বন্ধে মদন হইয়া, অধর্শন কন্যার পদে, বরনামার
প্রাণবল্যে, প্রাচীন প্রাচীন বিবাহের আভাস দিই করিম। পুণ্য
গিলা সাধু অম, নান্যকির্মা, নিরাক্ষর, গবাক্ষর
স্ত্রী উচ্চাত্মক পদে, যাক নোহে, সে পদে, বর কন্যার কলপ পদে
প্রেমমদন এ উচ্চাত্মী, পুণ্য গিলা অম, নান্যকির্মা ॥

महाराष्ट्र

পাইতেছে, নুষ্টিম রসবিহীন অল্পপ্র বা কাশ্মিরি বা প্রজ্ঞান
 নুষ্টিম অন্ধকার হইল, বলে হায় পুণ্যের কি ছত্তর জন্তরে
 হইল, তাহা এ অধিনী কর্তৃক সে বর্ণনা বাহুল্য। আশমকার
 নুষ্টিম অল্পবাদ অল্পচিত্ত যদিচ কুলিশাধিক বা কাশ্মিরি করি
 নহ হইল, তৎকারণ কামরা নারীজাতি কামির অধীন একনা
 মর অমায়িক বা কাশ্মিরি অল্পভূষণ হইল। হে নাপি এমাদী পদে
 মোদী তাহা বলিয়া অপরাধক নহে জাগ্রত কথিয়া আর বাহুল্য
 নহা। হোমার বলিতে হোমার মর্মে দেশে ২০০০ আদে নি
 য় বলিতে কুনি অধিতীয় অন্য নুষ্টিম হয় না। নিউমারি
 এমত বা কাশ্মিরি অল্পপ্র প্রিয় বা কামর হইল কামিরি অল্প
 প্রিয় কামর কামর নহে।

প্রবন্ধের - বিবর্তন - কল্প - ভেদ - হ - ই - এ - প্রসঙ্গ :

১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২-১৩-১৪-১৫-১৬-১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০

नाथ कि कथा शनि, माधव, राम, हरम दक्षि पायुष
शरमे निवे अभि उदर व. इ. पत्नी, नाथ के एक
नाथ ज्ञानी, विद्या का राजा बली, बाई कला आदि नाम
काहिनी ।

(গান) ॥ হৃদয়-অঙ্গুরী দোহে করে রত্নকুণ্ডা ॥ যেন যখনো দেখে
 স্নাতকীর চিত্র ॥ পথে এসেছো হৃদয়-অঙ্গুরীর তবয় ॥ মনে তৈরি
 মিলনী তোমার এগর ॥ এ বাঁহাতি পেরে বাঁহাতি কাঁহাতি এরা ॥
 হৃদয় সমস্ত সময় বেলা গননা ॥ শুন উন্মাদুরী কেন উন্মাদিনী প্রাণ
 হৃদয় অধিনী জনা বধ অভিপ্রায় ॥ আমি তবু তুমি প্রাণ এই মিল
 হৃদয় প্রাণভারে দেহ হবে মহেনে জর্জন ॥ পরিব্রাজকেরে দিলা
 হৃদয় বোধন ॥ জ্ঞোতে মনোবাস্তব সে বুঝে বতন ॥ হাসি কহে মজি
 হৃদয় বোধন ॥ পথিক প্রাণ বধ করুণ উদ্ভতি ॥ উন্মাদুরী বলে
 হৃদয় পথিক গোহাতি ॥ তব ভাষা হয়ে হই পথিকিনী আমি ॥ বে
 হৃদয় হইবে বধ সে হইবে প্রবর্তা ॥ তবাহিনী এগারের সূন্য ইন্দ্র
 হৃদয় হইবে বধ সে হইবে প্রবর্তা ॥ তবাহিনী এগারের সূন্য ইন্দ্র

[illegible]

ममनमाधुजीर कामान्तरात्तममम ७ सुखान्तरात्तमम

【分析】

ত্রিবিধি হইল। প্রাণে মূলাহৃতিক্তে, মনোহৃতিক্তে, স্বপ্নে বা
 মহিত্তে, বসন্তে আত্মা মরিত্তে। একৌ যে রূপ হয়, তে আত্মোপায় হয়, মন
 বাসনা হয়, মাধুরীতে ধরিত্তে। আত্মা মরিত্তে কি মাধুরী বাধুরীতে বা মন
 দৈব্যা। বাহ্যিক মরিত্তে, মনোহৃতিক্তে। মন যে স্বাক্ষর হইল, মন

सुखदुःखसंज्ञा

করুন। শিখা তরাও দায়ে ছাড়া ॥ শিখের মতি করি হার জরন। আলয়।
করুন। করয়ে মতি জায়ে যেরা লয় ॥

১১. মনন সাধুরী আত্মসংযম কবে ।

[illegible]

इहं न मां बुद्धीं न चर्मादृष्टादिषु ।

ਸ਼੍ਰੀਸਿਮ: ਦਿਤਾਸ: ਤਾਨਿ ਯਕਤਾਨਾ ।

১০০০ পুস্তক হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন। ইয়াওনা আর
 ১০০০ পুস্তক হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন।
 ১০০০ পুস্তক হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন।
 ১০০০ পুস্তক হস্তান্তর করিয়া দিয়াছেন।

[illegible]

নিজস্ব পরিচয়।

এই পত্রটি জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী-লেখক শ্রীমান বসু-ব্রজেন বসুর
দ্বারা লিখিত। আর এতদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এতদ্বারা
প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব এই পত্রটি বিখ্যাত বিদ্বান
শ্রীমান বসুর দ্বারা লিখিত।
এতদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এতদ্বারা
প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমান বসু।

নিজস্ব পরিচয়।

এই পত্রটি ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। (এই পত্রটি
লিখিত হইয়াছে। এবং এতদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।)
এতদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এতদ্বারা
প্রকাশিত হইয়াছে।

